এজহারুল্ হক্

বা

জুমার লিখিত বাহাছ্।

গ্রাম্য জুমা বিনাশ, তোহ্ফল আখইয়ার ও
বোরহানে চ্ছালেহীন কেতাব ত্রয়ের সমালোচনা

বরিশাল জিলার শর্ষিণা নিবাসী
হজরত মাওলানা শাহস্থফী হাজী নেছার উদ্দীন
আহমদ পীর ছাহেবের স্বযত্নে।

বালিয়াতলী নিবাসী
মৌলবী আবদুল মজিদ ছাহেবের সাহায্যে
ভাণ্ডারিয়া নিবাসী

মোহাম্মদ এমদাদ্ আলী কর্ত্তৃক প্রণীত

শর্ষিণা এছলামিয়া দারুছুন্নত আলীয়া মাদ্রাসার
তরফ হইতে প্রকাশিত

১ম সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩৪৩ সাল

ইহার আয় সম্পূর্ণ মাদ্রাসার সত্ত্ব]   [মূল্য ৶০ আনা মাত্র

এজহারুল্ হক্

বা

জুমার লিখিত বাহাছ।

গ্রাম্য জুমা বিনাশ, তোহ্ফল আখইয়ার ও
বোরহানে চ্ছালেহীন কেতাব ত্রয়ের সমালোচনা।

বরিশাল জিলার শর্ষিণা নিবাসী
হজরত মাওলানা শাহসুফী হাজী নেছার উদ্দীন
আহমদ পীর ছাহেবের স্বযত্নে।

বালিয়াতলী নিবাসী
মৌলবী আবদুল মজিদ ছাহেবের সাহায্যে

ভাণ্ডারিয়া নিবাসী
মোহাম্মদ এমদাদ্ আলী কর্ত্তৃক প্রণীত

শর্ষিণা এছলামিয়া দারুছুন্নত আলীয়া মাদ্রাসার
তরফ হইতে প্রকাশিত

আশ্বিন, ১৩৪৩ সাল

ইহার আয় সম্পূর্ণ মাদ্রাসার সত্ব] [মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

ভূমিকা

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! আমাদের দেশ মান্য বাহাদুর পুরনিবাসী হজরত মাওলানা পীর বাদশা মিঞা ছাহেব, ও সহকর্ম্মী ছাহেবান, পরম দয়াময় আল্লাহতালার আদেশীতে জুমার নামাজ, ঢাকা কলিকাতা, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি জিলায় ও জিলাধীন স্থানে আজ পর্য্যন্ত পড়েন না, এবং সর্ব্বসাধারণকে জুমার নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়া আসিতেছেন। এদ্ব্যতীত হজরত পীর বাদশা মিঞা ছাহেব তাঁহার সহকর্ম্মী মৌলবী ছাহেবদের দ্বারা কয়েকখানা কেতাব লিখাইয়াছেন, তন্মধ্যে বড় বড় কেতাবের আরবী এবারত আনিয়া বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়া প্রচার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বড় বড় আলেম ও পীর ছাহেবগণ, এদেশে জুমার নামাজ পড়েন ও পড়িতে বলিয়া থাকেন। এমত স্থলে আমরা বাহাদুরপুরী হজরত পীর ছাহেবের তরফের জুমার বিরুধীয় "গ্রাম্য জুমাবিনাশ," "তোহফল আখইয়ার", ও "বোরহানেচ্ছালেহীন" এই তিন খানা মুদ্রিত কেতাব পাইয়া, জানাবদের প্রমানিত কেতাবের এবারত সঙ্গে আছল কেতাবের এবারত মিলাইয়া দেখিতে গিয়া, যে যে কেতাবের মধ্যে কেতাবের এবারত ও তাহার অনুবাদ মধ্যে বিপরীত ও অযৌক্তিক ভাব পাইলাম, তাহার কতকের সমালোচনা করিতে বাধ্য না হইয়া পারিলাম না, যেহেতু জুমার নামাজ আল্লাহতালার আদেশীত নামাজ ইহা কাহারও নিজস্বঃ সম্পত্তি নহে, শরিয়তের কেতাবে যেরূপ আদেশ ও নিষেধ আছে তাহাই প্রকাশ ও প্রচার করা

আলেম মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অতএব তাহাদের প্রণীত তিনখানা কেতাবের মধ্যে যে সকল ত্রুটী দেখা গেল উহা সম্পূর্ণ আলোচনা করিলে বড় একখানা কেতাব হইবে, কাজেই সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিয়া জানাবদিগকে ও সাধারণকে অবগত করাইলাম, আবশ্যক হইলে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

প্রিয় পাঠক! বিশেষ নিবেদন এই যে" আমরা যে সকল কেতাবের এরাত লিখিয়াছি ও উক্ত কেতাব ত্রয় যে সকল এবারত লিখিয়াছেন। ও তাহার মানি মতলব করিয়াছেন আশা করি উভয় পক্ষের প্রমানিত এবারত সমূহ আছল কেতাবের সহিত মিলাইয়া দেখিতে ভুলিবেন না, এবং উভয়ে তরফের মানি মতলব বিশেষ তাহাক্কিক করিয়া বুঝিয়া লইবেন। যদি নিজে সক্ষম না হন, তবে আপনাদের সুপরিচিত উপযুক্ত যে কোন মৌলবী মাওলানা ছাহেবের সাহায্যে বুঝিয়া লইয়া কেতাব মতাবেক আমল করিয়া দোজাহানের নেকী হাছেল করিবেন, আমাদের কোন ভুল দৃষ্ট হইলে দয়া করিয়া জানাইবেন। ইন্‌শা আল্লাহ্ পুনঃ সংস্কারে সংসোধন করিয়া দিব। আল্লাহুমা আমিন"—

নিবেদক—

মোহাম্মদ এমদাদ আলী

শর্ষিণা দারুছুন্নত আলীয়া
মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক।
পোঃ শর্ষিণা, জিঃ বরিশাল

সূচীপত্র

ঢাকা দারুল উলুম হাই মাদ্রাসার হেড্ মাওলানা ওয়াফি (ফাজেলে ছাহারণপুর) ছাহেবের।

অভিমত

আমি জুমা বিনাশ, তোহফল আখইয়ার ও বোরহানে চ্ছালেহীন কেতাব তিন খানার মধ্যে মধ্যে যে এবারত সমূহ ও উহার মানি মতলব দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্যন্বিত না হইয়া পারিলাম না, যেহেতু জুমার নামাজ সম্বন্ধে তর্ক ক্ষেত্রে উপনিত হইয়া নিজ নিজ সার্থোদ্ধারের মানসে কিতাবের এবারত পরিবর্ত্তন করিয়া মানি ও মতলবের ব্যতিক্রম করা বিশেষতঃ কোরাণশরীফের মন গড়া তফছির ও ব্যাখ্যা করিয়া সরল হৃদয় অশিক্ষিত পাব্লিকের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করতঃ পথ ভ্রষ্ঠ করা আদর্শ আলেমদের পক্ষে মহা অন্যায় ও অপকর্ম্ম। আমার বোধ হয়, জানাব পীর বাদশা মিঞা ছাহেব উক্ত কেতাব সমূহ আছল কেতাবের সহিত মিলাইয়া না দেখিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। আশা করি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উল্লিখিত কেতাব তিন খানার এবারত সংশোধন করতঃ খাটী ও আছল এবারতের সঠিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াও করাইয়া দলা দলির পথরুদ্ধ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া নেকী হাছেল করিতে মর্জ্জি করিবেন, ইহাও মনে রাখা উচিত যে ভুল সংশোধন করা শরিয়তে ও সমাজে কখন নিন্দনীয় নহে বরং প্রশংসার যোগ্য।

স্বাক্ষর—

حرره العبد الراجى الى رحمة ربه البارى محمد
وافى غفر الله الكافى - صدر المدرسين للمدرسين
للمدرسة دار العلوم الواقعة ببلدة ڈاكه - بنجالة *

বরিশাল কাউয়ারচর হাই মাদ্রাসার সেক্রেটারী ও এবাদুলা জামে মসজিদের এমাম আল্‌হজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ এয়াছিন ছাহেবের।

অভিমত

আমি জুমার নামাজের বিরুধীয় গ্রাম্যজুমা বিনাশ, তোহফল আখিয়ার ও রোরহানেচ্ছালেহীন কেতাব তিন খানার আরবী এবারত ও মানি সমূহ আছল কেতাবের এবারতের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, আলেম শ্রেণীর মধ্যে ও বর্ত্তমানে সার্থান্ধতা আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, জানাব পীর বাদশা মিয়া ছাহেব ঐ সকল কেতাবের এবারত আছল কেতাবের সহিত মিলাইয়া দেখেন নাই, যদি দেখিতেন তবে অবশ্যই ঐ প্রকার কেতাব সমর্থন করিতেন না। আশা করি তিনি মেহেরবানী পূর্ব্ব অত্র এজাহারুল হক্ কেতাব খানার প্রমাণিত এবারত সমূহ আছল কেতাবের সহিত মিলাইয়া, স্বীয় মন্তব্য মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করতঃ সমাজের বৈষম্য ভাব দূর করিতে ও দলাদলি নিবারণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধান পূর্ব্বক অশেষ নেকী হাছেল করিতে মর্জ্জি করিবেন।

স্বাক্ষর—

محمد يسين عفى عنه

امام مسجد عباد الله

بريسال

এজ্‌হারুল্‌-হক্‌

বা

জুমার লিখিত বাহাছ।

"গ্রাম্য জুমা বিনাশের" সমালোচনা।

এই জুমা বিনাশ কেতাবখানা মৌলবী মোহাম্মদ এয়াছিন মিঞা ছাহেব বাহাদুরপুরী জনাব মাওলানা ছৈয়দ মোদাচ্ছের হোসেন ছাহেবের নিকট প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জুমার বিষয় ঐ কেতাবখানা রচনা করিয়াছেন"। ইহাতে নিম্নলিখিত মহৎ ব্যক্তিগণ ঐ কেতাবের ৵০ পৃষ্ঠায় "অভিজ্ঞান" পত্র দ্বারা সমর্থন করতঃ প্রশংসা করিয়াছেন যে, "এই কেতাবখানা পাঠ করিয়া আমরা আশাতীত প্রীতি লাভ করিলাম।"

সমর্থনকারী ছাহেবান (১) হজরত মাওলানা আবা-খালেদ রসিদুদ্দিন আহমদ পীর ছাহেব। (২) সরমঙ্গল নিবাসী মাওলানা নূরুদ্দিন আহামদ ছাহেব। (৩) বাহাদুর-পুরী মাওলানা রিয়াজদ্দিন আহামদ ছাহেব, এইরূপ ১৭ জন মাওলানা মৌলবী ছাহেবান জুমা বিনাশ কেতাবের, অভিজ্ঞান পত্রে দস্তখত করিয়াছেন। ঐ কেতাবের ৵০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১নং আলোচনা।

জুমা বিনাশ কেতাবের "৪৪ পৃষ্ঠায় সুপ্রসিদ্ধ আলমগিরি কেতাবের জুমার অধ্যায়ের নিম্ন আরবী এবারত লিখিয়া নিম্নরূপ মানি করিয়াছেন।"

আরবী এবারত—والمصر فى ظاهر الرواية موضع الذى يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود و ينفذ الاحكام و بلغت ابنيته ابنية منى و هكذا فى الظهيرية وفتاوى قاضيخان و فى الخلاصة و عليه الاعتماد كذا فى التتارخانية *

"ইহার বাংলা মানি শুন বেরাদর। আলমগিরি কেতাবেতে লিখে এ প্রকার॥ বাদশা আলমগির লেখে যে এহায়। সাত শত—আলেমে করে দস্তখততায়॥ জাহেরোর্রে ওয়ায়াত মতে সহর ঐ জায়গা হয়। যেইখানে মুফ্‌তী কাজী হামে হাল রয়॥ হদ কেছাছ জারি করে হুকুম সরার, গলি কুচা হাট বাজার মিনা বরাবর॥ জাহিরিয়া ওমদাতোর্রিয়া খোলাছার বিচে॥ তাতার খানি, ফতহোল কাদিরে এমত লিখিছে॥ এই কৌল জান ভাই সবার ছরদার। এই কওল থাকিতে অন্য কৌল জানিবে বেকার॥

পাঠক! গ্রন্থকারের ঐ আরবী এবারত ও মানির আলোচনা পরে করিতে ইচ্ছা করি, এখন দেখুন—

গ্রন্থকারের প্রমাণিত আলমগিরী কেতাবের ঐ অধ্যায়ের ঐ এবারতের ৩০।৩১ ছতর পরে জুমার কথা কিরূপ লিখিত আছে—

والی مصرمات فصلی بهم خليفة الميت او صاحب الشرط او القاضی جاز فان لم يكن ثمة واحد منهم واجتمع الناس علی رجل فصلی بهم جاز *

অনুবাদ :—মেছেরের অলির যদি মৃত্যু হয়, অত্র অবস্থায়ও সেই স্থানের মৃত দাফনকারী খলিফা কিংবা স্থানীয় শাসনকর্ত্তা বা কাজী জুমার নামাজ সকল সহ পড়িবে। ঐরূপ যদি অলি, খলিফা কাজী ও শাসনকর্ত্তা না থাকে, তবে সাধারণে একত্র হইয়া একজনকে এমাম (খতিব) নির্ব্বাচন করতঃ জুমার নামাজ আদায় করিবে, জায়েজ হইবে। ঐ আলমগিরির এই এবারতের কিছু নিম্নে লিখিত আছে—

ولو تعذر الاستيذان من الامام فاجتمع الناس علی رجل يصلی بهم الجمعة جاز *

অনুবাদ :—যদি এমাম হইতে আদেশ আনিতে অসম্ভব ঘটে, তবেও সকলে একত্র হইয়া একজন এমাম নির্ব্বাচন করতঃ জুমার নামাজ পড়িবে।

এবারতের ৮ লাইন নিম্নে

আলমাগারি কেতাবের এই এবারতের ৮ লাইন নিম্নে লিখিত আছে—

اما اذا نهاهم متغلبا او امرا ايهم فلهم ان يجتمعوا على رجل يصلى بهم الجمعة .

অনুবাদ :—মেছেরের অলি যদি জের কাশী পূর্ব্বক জুমার নামাজ পড়িতে না দেয় এবং জুমার নামাজিদের ক্ষতি সাধন করিতে উদ্যত হয়, তথাপিও সকল মুছল্লি একত্র হইয়া একজন এমাম নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে। এই এবারতের তিন ছতর পরে ইহাও লিখিত আছে।

" بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين و يجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما "

অনুবাদ :—যে সহরের বাদশা কাফের হয়, সে স্থানের মোছলমানদের জুমা পড়িতে হইবে ; সাধারণের নির্ব্বাচনে কাজী (খতিব) নির্ব্বাচিত হইবে, নামাজ পড়িবে এবং একজন মুছলমান অলি-তালাস করিতে থাকিবে।

পাঠক ! বিচার করিয়া দেখুন ! গ্রন্থকার ছাহেব, আলমগিরি কেতাবের উক্ত কাজী মুফতী এবারতটী লিখিয়া সাধারণকে বুঝাইলেন যে, "যে স্থানে মিনার বরাবর" হাট, বাজার, গলি-কুচা থাকে ও হদুদ কেছাছ জারি থাকে

এবং কাজো মুফতী হামে হাল (সর্ব্বদা) থাকে, ঐরূপ স্থান সহর ও ইহাই জাহেরের রেওয়ায়েত। অন্যান্য কয়েকটী কেতাবের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিলেন "যে, এই কৌল সবার সরদার, এই কৌল থাকিতে সকল বেকার॥ এখন গ্রন্থকারের নিকট আমাদের কয়েকটী প্রশ্ন এই যে, আপনি আলমগিরী কেতাবের আমির, কাজী ও হদ্ কেছাছ জারি করণের এবারতটী লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাই জাহেরের রেওয়ায়েত"। ইহাতে সাত শত আলেম দস্তখত করিয়াছেন। আমরা জানিতে চাই ঐ আলমগিরির ঐ এবারতের নিম্নেই যে লিখিয়াছেন আমির বা কাজীর অভাব স্থানে অথবা কাফেরের অধিকৃত দেশে মুছলমানগণ খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে। যাহার এবারত সমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে কি সাত শত আলেম দস্তখত করেন নাই? পাঠক বিচার করুন, একই আলমগিরি কেতাবের একই অধ্যায়ের কতক এবারতে গ্রন্থকারের উক্তি এই যে, সাত শত আলেমে দস্তখত করিয়াছেন, বাকী সমূহে ও যে সাত শত আলেমের দস্তখত আছে, ইহা তিনি প্রকাশ করিলেন না কেন? কেতাবের মধ্যে মধ্যে দস্তখত করিয়াছেন, না সমাপ্ত করিয়া শেষ ভাগে সম্পুর্ণ কেতাব

সমর্থন করতঃ দস্তখত করিয়াছেন? পাঠক বিচার করুন।

(২) আরও প্রকাশ করিয়াছেন, এই কৌল থাকিতে অন্য কৌল বেকার। এ কথা সত্য বটে, যখন আমির কাজী থাকে, তখন তাহাদেরই হুকুম মতে নামাজ পড়িবে, তখন নিজেদের মতে খতিব নির্ব্বাচন করিয়া নামাজ পড়িবে না। এই বিষয় পূর্ব্বেই আলমগিরি কেতাব হইতে উল্লেখ করিয়াছি, যে আলমগিরি কেতাবে ইহাও স্পষ্ট লিখিয়াছেন, যদি এমাম ছের কাশি করতঃ জুমার নামাজ পড়িতে না দেয়, এমতাবস্থায়ও কাফেরের অধিকৃত স্থানে সাধারণে খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে, ছাড়িতে পারিবে না। এই সকল এবারত কি গ্রন্থকার ছাহেব দেখেন নাই? যদি দেখিয়া থাকেন তবে প্রকাশ না করার কারণ কি?

(৩) গ্রন্থকার ছাহেব মিনার বরাবর স্থানে, জাহেরের রেওয়ায়েত মতে জুমা নামাজ পড়িবে, উল্লেখ করিয়াছেন, গ্রন্থকার যে মিনাতে হামে হাল হাট-বাজার গলি-কুচা আমির কাজী থাকার কথা লিখিয়াছেন, উহা কোন্ কেতাবে পাইলেন?

(৪) "জাহেরের রেওয়ায়েতের কেতাব এমাম মহাম্মদ (রঃ) বটে, ঐ এমাম ছাহেব প্রায় ১২ বার শত বৎসর পূর্ব্বে এন্তেকাল করিয়াছেন, তখন মিনার অবস্থা কিরূপ ছিল। পাঠক এখন চিন্তা করুন ? ১২ বার শত বৎসর পূর্ব্বে মিনাতে হামে হাল কি পরিমাণ লোকের বসতি ছিল, ইহার সত্যতা হাজী ছাহেবদের নিকট জানিলেই অনুভব করিতে পারিবেন।

(৫) গ্রন্থকারের আরবী এবারতে কোন্ স্থানে, "ওমদতোরেয়া", ফৎহোল কদির কেতাবের নাম নাই। জানাবেরা উক্ত দুই কেতাবের নাম, অতিরিক্ত মানির মধ্যে লিখিয়া তাহাদের দলিল মজবুত করিলেন কেন ? পাঠক জুমা বিনাশের প্রমাণিত আরবী এবারত পাঠ করিয়া দেখিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

২নং আলোচনা।

জুমা বিনাশের ৪৪ পৃষ্ঠায় বাহ্‌রোর্‌রায়েফ কেতাবের জুমার অধ্যায় হইতে নিম্ন এবারত লিখিয়া বাঙ্গালা মানি করিয়াছেন, যথা—

قوله وهو كل موضع له امير و قاضٍ ينفذ الاحكام ويقيم الحدود اى حد المصر المذكور هو ظاهر المذهب كما ذكره الامام السرخسى زاده فى الخلاصة *

"ইহার বাঙ্গালা মানি করিবে প্রচার। খোলাছা মতলব এর শুন বেরাদর॥ যেই জায়গা হয় জান এমন প্রকার। হদ কেছাছ জারি করে হুকুম খোদার॥ আমির কাজির বাসস্থান থাকিবে যেথায়। জাহের মোজাহাব এই জানিবে নিশ্চয়। এমাম সারাখ্‌ছি এহা বলে বার বার। খোলাছা কেতাবে এহা আছে যে প্রচার" এই এবারত দ্বারা সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন যে "যে স্থানে হদুদ্ কেছাছ জারি আছে ও আমির কাজী বাস করে তথায় জুমার নামাজ পড়িবে, যে স্থানে উহা নাই তথায় জুমার নামাজ পড়া জায়েজ নাই। জানাব গ্রন্থকার ছাহেব আপনার প্রমাণীত বাহারোর রায়েক (মিশরীছাপা) কেতাবের জুমার বয়াণের ঐ এবারতের

২ পৃষ্ঠার পর তৃতীয় পৃষ্ঠায় আমির কাজী অভাব স্থানে কিরূপে জুমা পড়িতে হইবে, তাহার দলিল নিম্ন এবারতে দ্রষ্টব্য—

لو اجتمعت العامة على تقديم رجل لم يامره القاضى ولا خليفة الميت لم يجز ولم تكن جمعة ولو لم يكن ثمة قاضى ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز للضرورة *

অনুবাদ ঃ—কাজী ও মৃতদেহ দাফণ করিবার জন্য খলিফা থাকিলে তাহাদের বিনানুমতিতে সর্ব্বসাধারাণে এমাম নির্ব্বাচণ করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে জায়েজ হইবে না, যে স্থানে কাজী বা ঐরূপ খলিফা না থাকে, তথায় জরূরাত বশতঃ সর্ব্বসাধারণে এমাম নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে, এই এবারতের এক পৃষ্ঠা বাদদিয়া ২ পৃষ্ঠার শেষ ভাগে লিখিয়াছেন—

اما اذا نهاهم متعنتا او اضرار بهم فلهم ان يجمعوا على رجل يصلى بهم الجمعة *

অনুবাদ ঃ—যে স্থানের অলি ছের কাশী পূর্ব্বক জুমার নামাজ পড়িতে নিষেধ করে, তথাও সর্ব্বসাধারণে এমাম নির্ব্বাচণ করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে।

পাঠক চিন্তা করুণ! গ্রন্থকার ছাহেবের মতলব কিরূপ! তিনি "বাহারোর রায়েক" কেতাবের মাত্র ঐ

আমির কাজীর এবারত টুকু—"জুমা বিনাশে" লিখিয়া মানি করিয়া সাধারণকে বুঝাইলেন—আমির কাজী যে স্থানে সর্ব্বদা থাকে সেই স্থানে জুমা হইবে এবং জাহের মোজাহাব গ্রন্থ কারের প্রমাণিত বাহারোর রায়েক কেতাবে যে কিছু পরেই, মীমাংসা করতঃ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াদিয়াছেন যে, কাজী ও মৃতদেহ দাফণ করিবার খালিফা থাকিলে তাহাদের বিনানুমতিতে খতিব নির্ব্বাচণ করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে জায়েজ হইবে না। যে স্থানে কাজী বা ঐরূপ খলিফা নাই তথায় জরুরাত বশতঃ সর্ব্বসাধারণে এমাম নির্ব্বাচণ করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে। যাহার এবারাত উপরে লিখা হইয়াছে ইহা ব্যতীত যে স্থানের আলি ছেরকাশী পূর্ব্বক নামাজ পড়িতে নিষেধ করেন, তথাও সর্ব্বসাধারণে এমাম নির্ব্বাচণ করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে।

ইহা ছাড়া গ্রন্থকার ছাহেবের বাহারোর রায়েক কেতাবের প্রমাণিত এবারতের ১০।১১ ছত্র পরেই বড় মসজিদের কৌল সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিত আছে—

انه ما اذا اجتمعوا فی اکبر مساجد هم الصلوات
الخمس لم یسعهم و علیه فتوی اکثر الفقهاء *

অনুবাদ ঃ—স্থানীয় সম্পূর্ণ লোক তথায় বৃহত্তম মসজিদে আসিলে যদি ঘরে সামাই না হয়, সেই স্থানই মেছের এই কৌলের উপরই অধিকাংশ ফকিহগণ ফতোয়া দিয়াছেন। এই বাহারোর রায়েক কেতাবে আছে—

قال ابو شجاع هذا احسن ما قيل فيه *

অনুবাদ ঃ—আবু সোজা (রঃ) বলিয়াছেন—মেছের সম্বন্ধে যত প্রকার তারিফ আছে, তন্মধ্যে এই ব্যাখ্যাই সর্ব্ব উত্তম। ঐ বাহারোর রায়েক কেতাবে "উলুলজিয়া" কেতাব হইতে লিখিয়াছেন—

وفى الولوالجية وهو الصحيح *

মেছেরের ঐ কৌলই বিশুদ্ধ।

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থকার ছাহেবও সমর্থণকারী ছাহেব গণের প্রমাণিত বাহারোর রায়েক কেতাবেই উক্তরূপ বর্ণনা করিয়া জুমার নামাজ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে যুক্তি প্রমাণ দর্শাইয়া লিখিয়াছেন, যে স্থানে আমির কাজী নাই, তথাও খতিব নির্ব্বাচণ করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে এবং বড় মসজিদের কৌল মতাবেক স্থানে জুমার নামাজ পড়িবে। এইরূপ পরিষ্কার এবারত না লিখিয়া গ্রন্থকার ছাহেব লিখিলেন—আমির কাজী না থাকিলে তথা জুমা পড়িবে না। এখন চিন্তা করুন,

জনাবেরা জুমার নামাজের ও কেতাবের বিপক্ষে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থ কারের ঐ রূপ উক্তি কতটা সত্যও যুক্তিযুক্ত বিচার সাপেক্ষ।

৩নং আলোচনা।

বড় মসজীদ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তির প্রতিবাদ।

১। গ্রন্থকার ছাহেব তাহার জুমা বিনাশ কেতাবের ৪৭ পৃষ্ঠায় সরহে বেকায়ার নাম দিয়া নিম্ন এবারত লিখিয়া মানি করিয়াছেন—এবারত

المصر وهو ما لا يسع اكبر مساجده اهله المكلفين بها الـخ و عليه فتوى اكثر الفقهاء مجتبى لظهور التوانى *

"এই কওলের মানি লিখিয়া জানাই, মনদিয়া শুন যত মুছলমান ভাই। বহুত মসজিদের ঘর আছে যে জাগায়, তার মধ্যে বড় মসজিদ যেই খানা হয়॥ স্থানীয় মোছল্লি সে মছজিদে নাসামায়। জাগা না পাইয়া তারা বাহিরে দাড়ায়। এই মত স্থান যত সহর যে হয়। নাওয়াদের রেওয়ায়েত স্পষ্ঠ বুঝায়। তার পরে লিখি কিছু এহার বিবরণ। ঐ কৌলের ভেদের কথা শুন দিয়া

মন॥ আবু ইউছুফ রহমাতুল্লা এ কওল ছাড়িয়া। আমির কাজির কওল তিনি লইল মানিয়া॥ ইত্যাদি।

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থকার ছাহেব ঐ এবারত সরেহ বেকায়ার দোহাই দিয়া জুমা বিনাশে লিখিয়াছেন, ঐ এবারত বেকায়ার নহে। যাহা হউক, ঐ দুই লাইন আরবী এবারতের মধ্যে কোন শব্দে তিনি স্পষ্ট নাওয়াদের রেওয়ায়েত বুঝিলেন; এবং উহার মধ্যে কোন স্থানে পাইলেন আবু ইউছুক রহমাতুল্লাহ" এই কৌল ছাড়িয়া, আমির কাজীর কওল তিনি মানিয়া লইয়াছেন। গ্রন্থকার ছাহেব যে দুই লাইন আরবী এবারত লিখিয়া প্রথম লাইনের অর্থ করিলেন, দ্বিতীয় লাইনের অর্থ না করিয়া অযথা মনগড়া মানি নিজ কেতাবে লিখিয়া সাধারণকে বুঝাইলেন। গ্রন্থকার ছাহেবের দ্বিতীয় লাইনের অর্থ অসত্য কি না তাহার প্রমাণের জন্য ঐ আরবী এবারতটীর সঠিক অর্থ লিখিয়া দিলাম।

অর্থ—মেছের উহাকে বলে যে স্থানের বড় মসজিদে স্থানীয় যাহাদের উপর জুমা ফরজ, তাহাদের স্থান সংঙ্কুলান না হয়, এই কৌলের উপর অধিকাংশ ফকিহগণ ফতোয়া দিয়াছেন, (মোস্তাবা) যেহেতু শরিয়তের আহাকামে শীথিলতা প্রকাশ পাইয়াছে"

পাঠক এখন বিচার করুন। গ্রন্থকার ছাহেবের এবারতের দ্বিতীয় ছত্রের অর্থ হইল এই কৌলের উপর অধিকাংশ, ফকিহই ফতোয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার ছাহেব লিখিলেন স্পষ্ট নাওয়াদের কৌল ও আবু ইউছুফ (রঃ) এ কৌল ছাড়িয়া। আমির কাজীর কওল তিনি লইল মানিয়া।" এইরূপ অযথা অসত্য মতলবী অর্থ করা ও কেতাবের উপর অসত্য দোষারোপ করা কত দূর ন্যায় হইয়াছে।

৪নং আলোচনা।

জুমা বিনাশের ৪৭ পৃষ্ঠায় তাহাতাবী কেতাবের নিম্ন এবারত লিখিয়া নিম্নরূপ অর্থ করিয়াছেন"—

قوله عند ابى حنيفة رح صرح به التحفة عنه و رواه
الحسن عنه فى كتاب الصلوة كذا فى غاية البيان و به
اخذ ابو يوسف رح و هو ظاهر المذهب كما فى الهداية
و اختاره الكرخى و القدورى و فى العناية هو ظاهر
الرواية و عليه اكثر الفقهاء *

"এই এবারাতের মানি লইবে বুঝিয়া। তওল করিলে যায় কেতাব বাড়িয়া"। আবু ইউছুফ রহমাতুল্লাহ্ দেখিয়া শুনিয়া। মছজিদের কওল তিনি দিলেন ছাড়িয়া। আমির কাজির কওল গ্রহণ করিল। বড় মছজিদের কওল নথি সামিল হ'ল॥

কোন কোন কেতাবেতে নথি সামিল রয়। মহাক্কেক আলেমগণ এমত ফরমায়, এমামগণ ঐ কওল বর্জ্জন করিয়া, আইনের কেতাব হইতে দিল নেকালিয়া; ইত্যাদি লিখিয়া আরও বহু কথা লিখিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থকার ছাহেব তাহাতাবী কেতাবের যে উক্ত এবারতটী লিখিয়া মনগড়া মানি করিলেন। ঐ এবারতের ৮।৯ ছত্র পরে যে লিখিত আছে, আমির কাজী অভাব স্থানে যাহারা জুমা ছাড়িয়া জহোর পড়ে তাহারা গোমরাহ। প্রমাণ জন্য তাহাতাবীর নিম্ন এবারত লিখিয়া দিলাম, যথা—

اعلم ان بعض الموالی زعم عدم صحة الجمعة الآن
معللا بفقد بعض شرائط الاداء و هو المصر فانها عبارة
من كل بلدة فيها وال و قاض ينفذان الاحكام و يقيمان
الحدود و هما مفقودان فلا تصح الجمعة و تتعين صلاة الظهر

وقد تبعه على ذلك كثير من الا رام وما قاله هذا
البعض ضلال فى الدين فان تنفيذ الاحكام واقامة
الحدود موجودان فى الجملة *

অনুবাদ ঃ—বাজে লোকে ধারণা করে যে বর্ত্তমানে জুমা শুদ্ধ হয় না, যেহেতু কতক শর্ত্ত যেমন মেছের শর্ত্ত অভাব (আমির কাজী হদুদ কেছাছ্) বর্ত্তমানে নাই, অতএব জুমা শুদ্ধ হইবে না। জহোরই পড়িতে হইবে। এইরূপ ধারণা করা দুর্ব্বল প্রকৃতির ব্যক্তিগণ মানিয়া লইয়াছে, বাজের এইরূপ ধারণা শরিয়তের মধ্যে গোমরাহি, যেহেতু বর্ত্তমানেও শরিয়তের হুকুম জারি আছে এবং অপরাধীর শাসন কোন প্রকার আছে।

গ্রন্থকারের প্রমাণিত তাহাতাবী কেতাবের এবারতের দেড় পৃষ্ঠা পূর্ব্বে ঐ জুমার বয়ানে আরও লিখিত আছে—

غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين
اقامة الجمع والاعياد ويصير القاضى قاضيا بتراض
المسلمين ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما *

অনুবাদ ঃ—মোছলমানের উপর কাফেরের রাজত্ব হইলে, মোছলমানের প্রতি তথায় জুমার নামাজ ও ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে ; এবং মোছলমানদের সম্মতিক্রমে কাজী (খতিব)

নির্ব্বাচন করিবে এবং তাহাদের কর্ত্তব্য যে একজন মোছলমান অলি তালাশ করে।

পাঠক! গ্রন্থকার ছাহেব তাহাতাবী কেতাবের ৪½ লাইন আরবী এবারত জুমা বিনাশে আনিয়া অনেক কথা অতিরিক্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন, যথা "বড় মসজিদের কৌল নথা সামিল হইল, আইনের কেতাব হইতে দিল নেকালিয়া" ইত্যাদি বড়ই পরিতাপের বিষয়। গ্রন্থকারের প্রমাণিত এবারতের মধ্যে ঐরূপ কথা নাই। এমত স্থলে ঐরূপ অমূলক কথা লিখিয়া দেশ হইতে জুমার নামাজ বিদায় দিবার প্রচেষ্টা করা কতদূর সঙ্গত কার্য্য পাঠক চিন্তা করুন।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থকারের প্রমাণিত তাহ্‌তাবীর আমির কাজী ও হদুদ কেছাছের এবারতটী দেখিলেন ও নিজেদের জুমা বিনাশে লিখিলেন, ঐ এবারতের আট নয় লাইন পরে যে লিখিত আছে, "আমির কাজী হদুদ কেছাছ নাই বলিয়া যাহারা জুমার নামাজ ছাড়িয়া জোহর পড়ে, তাহাদের গোমরাহী" এই এবারত টুকু কেন লিখিলেন না, অধিকন্তু ঐ তাহ্‌তাবী কেতাবের উক্ত এবারতের দেড় পৃষ্ঠা পূর্ব্বে জুমার বয়ানে পরিষ্কার ভাষায় ইহাও লিখিত আছে যে, "মোছলমানের উপর কাফেরের

রাজত্ব হইলেও মোছলমানগণ তথায় খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমা ও ঈদের নামাজ পড়িবে", উক্ত তাহাতাবীর এবারত সমূহে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, যে স্থানে আমির কাজী হদুদ কেছাছ নাই ; বা কাফের বাদশাহ থাকে, তথায় খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমা ও ঈদ্ পড়িবে, যদি আমির কাজী থাকে তবে তাহাদের হুকুম লইতে হইবে। পাঠক, এখন বিচার করুন গ্রন্থকারের উক্তির তাৎপর্য্য কতদূর।

৫নং আলোচনা

জুমা বিনাশের ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে ৫০ পৃষ্ঠায় কবিরী কেতাব হইতে ১৩½ লাইন আরবী এবারত লিখিয়া তাহার মানি লিখিয়াছেন,

"এহার মতলব আমি করি যে বয়ান, মক্কা ও মদিনা দুই শহর প্রধান। হজরতের জমানা হইতে এই তক লিয়া, মক্কা ও মদিনায় জুমা আসিছে পড়িয়া। মক্কা ও মদিনা তুল্য হয় যেই স্থান, সে স্থান শহর বলি হইবে প্রমাণ। যে তারিফ নাহি খাটে মক্কা মদিনায়, সে

তারিফ ছহি নহে জানিবে নিশ্চয়।" এইরূপ বহু কথা পুথির ভাষায় লিখিয়াছেন।

ঐ কবিরী কেতাবে তাহাদের প্রমাণিত এবারতের অপর পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত এবারত আছে—

الاحتياط فی القری ان يصلی السنة اربعا ثم الجمعة ثم ينوی سنة الجمعة اربعا ثم يصلی الظهر ثم ركعتين سنة الوقت هذا هو الصحيح المختار *

অনুবাদ :—এহ্‌তিয়াতের জন্য গ্রামে চারি রাকাত ছুন্নত পড়িবে। তৎপর জুমার ফরজ নামাজ পড়িবে। পরে চারি রাকাত জুমার ছুন্নত নামাজ পড়িবে। তাহার পর চারি রাকাত জোহরের ফরজ পড়িবে। তাহার পর দুই রাকাত ছুন্নত নামাজ পড়িবে। ইহাই ছাহিহ্, মোখতার (গ্রহণীয় বিশুদ্ধ) কৌল।

পাঠক! চিন্তা করুন, গ্রন্থকার ছাহেবও সমর্থনকারী ছাহেবান, কবিরী কেতাবের উক্ত পরিষ্কার নামাজের রীতি নীতি সম্বন্ধীয় এবারত না লিখিয়া যাহাও লিখিয়াছেন, তাহার মানি ও মতলব উদ্ধার মানসে ভাবের বিপর্য্যয়ভাবে লিখিয়া দিয়াছেন, কবিরী কেতাবে যে গ্রামেও জুমা ও জোহর উভয় পড়িতে আদেশ করিয়া লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার এই হুকুম মান্য করিবেন কি না? বোধ হয় অবশ্যই মান্য করিবেন, যেহেতু গ্রন্থকারেরই প্রমাণিত

ও মানিত কবিরী কেতাবেরই কথা। বিশেষতঃ ঐ কৌল বিশুদ্ধ গ্রহণীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৬নং আলোচনা।

আখেরোজ্জোহর নামাজ সম্বন্ধে মোটামুটি কথা জুমা বিনাশের ৬৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার আখেরাজ্জোহর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মৌলবী মাওলানা যত লালচে টাকার, লিখিয়া দিলেন তারা কেতাব মাঝার। আপনার নিজ নিজ কেতাব বিচেতে। আখেরী জোহর সবে বলিল পড়িতে॥" ইত্যাদি ২।

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থকার ছাহেব ও সহকর্ম্মী ছাহেবান, আখেরেজ্জোহর সম্বন্ধে যে প্রকার মতলবী রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্‌সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে চাই না, যেহেতু ইতি পূর্ব্বে আলজুমা ও মাছলায় ছালাছ উর্দ্দ ও আরবী কেতাবে দলিল প্রমাণ সহ লিখিত হইয়াছে, উক্ত কেতাব পাঠ করিলে, গ্রন্থকারের উক্তির রহস্য বুঝিতে পারিবেন, তবে কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম ঃ—জুমা বিনাশের গ্রন্থকার যে প্রকার আমাদের

হানাফী মোজাহাবের কেতাব সমূহের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, ইহা দর্শনে জ্ঞানী মাত্রেরই প্রাণে দুঃখ ও কষ্টের উদ্রেক না হইয়া পারেনা, যেহেতু এই আখেরে-জ্জেহার নামাজ নিম্নলিখিত কেতাবে পড়িতে আদেশ দিয়াছেন; যথা—ফতোহুল কাদির, শামী, ছগিরীর হাশিয়া, কবিরী, হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া, মাজমাউল আনহোর, ফতোয়ায়ে গেয়াসিয়া, আলমগিরী, মজালেছল আব্রার, প্রভৃতি বহু কেতাবে আখেরেজ্জোহর নামাজ পড়িতে আদেশ দিয়াছেন, অবশ্য কেতাবের মোছান্নেফ ছাহেবানও জুমা ও আখেরেজ্জোহর নামাজ পড়িয়াছেন, ইহা ব্যতীত মক্কা শরীফের সর্ব্বজনমান্য ভূতপূর্ব্ব মোফতি কাজীওল কোজাত মাওলানা মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব তিনিও মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফ ব্যতীত বাংলা দেশে জুমার নামাজ পড়িতে হুকুম দিয়াছেন ও আখেরে-জ্জোহর পড়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং আওলিয়াকুল মুকুট ছুফীগণের উজ্জ্বল প্রদীপ মোজাদ্দাদীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা মোজাদ্দেদ আলফে ছানী হজরত শায়েখ আহমদ ছেরে হেন্দি ছাহেব স্বয়ং আখেরে জোহার নামাজ পড়িয়াছেন (মোকামাতে এমাম রব্বানী নামক কেতাব দ্রষ্টব্য)।

ইহা ছাড়া ; ভারতের বড় বড় মাওলানা, মৌলভী হাফেজ, কারী, এবং মহাক্কেক, মহাক্কেক ওলামা বৃন্দের সকলেই পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন, ইহা সত্বেও যাহারা একান্তই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, জুমা ও আখেরে-জ্জোহর সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করেন, তাহারা যে কতদূর ন্যায় কার্য্য করেন, পাঠক বিচার করিয়া দেখুন !

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—জুমা বিনাশের গ্রন্থকারের প্রমাণীত ও আলমগিরী, শামি, ফতোহুলকাদির, কবিরী, মজালেছল আবরার, প্রভৃতি কেতাবেও আখেরেজ্জোহর নামাজ পড়িবার আদেশ লিখিত আছে, তাহা কি জনাবের দেখেন নাই ? ঐ কেতাব সমূহে ও কি টাকার লোভে লিখিয়াছেন, নাউজুবিল্লাহ।

৭নং আলোচনা

জুমা বিনাশের ৫৭ পৃষ্ঠায় শামি কেতাবের জুমার অধ্যায় হইতে নিম্ন এবারত আনিয়া মানি করিয়াছেন। যথা—

هذا يصدق على كثير من القرى *

এহার খোলাছা মানি করি যে বয়ান, স্বামি কেতাবের বিচে লিখিল যেমন। এই তারিফে বহু গাঁওকে বানায়

শহর। শহরে আসিয়া গাঁও বানায় বরাবর। যেমন মানুষকে বান্দর করি জঙ্গলে নাচায়, বান্দর মানুষ করি দরবারে পাঠায়। অর্থাৎ মসজিদের কৌল করে এই কাম, শহর বানায় দেখ জঙ্গল গ্রাম। গাঁওকে শহর করি জুমা যে পড়ায়। শহরকে গাঁও করি জুমাকে ছাড়ায় অতএব তারিফেতে দোষ যে পাইয়া, ফকিহগণে ঐ কৌল দিলেন ছাড়িয়া। কাজির কওল গ্রহণ করে যতেক কামেল, মছজিদের কওল রহে নথিতে শামেল।

প্রিয় পাঠক ! জুমা বিনাশের গ্রন্থকার বড়মসজিদের কওল সম্বন্ধে শামি কেতাবের যে আংশীক এবারত লিখিয়াছেন, ও উপরে খোলাছা মানি করিয়াছেন তাহার অসত্যতা প্রমাণের জন্য প্রথমতঃ ঐ শামি কেতাবের সম্পূর্ণ এবারত লিখিয়া পূর্ণ অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকারের খোলাছ। মানির আলোচনা করিব। শামী কেতাবের পূর্ণ এবারত এই—

هذا يصدق على كثير من القرى (قوله المكلفين بها)
احترز به عن اصحاب الاعذار مثل النساء و الصبيان
و المسافرين عن الفهشانى قوله و عليه فتوى اكثر الفقهاء
و قال ابو شجاع هذا احسن ما قيل فيه و فى الولوالجية
و هو صحيح (بحر) و عليه مشى فى الوقاية و متن المختار

وشرحه وقدمه فی متن الدرر علی القول الآخر وظاهره ترجیحه وایده صدر الشریعة الخ

অনুবাদ ঃ—(মসজিদের তারিফ) বহুত গ্রামের উপর প্রয়োজ্য হয়। মোকাল্লেফিনাবেহা অর্থাৎ যাহাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ এই কথা দ্বারা ওজর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেমন স্ত্রী-লোক, বালক, মোছাফেরকে, বাদ দেওয়া হইয়াছে। "কোহেস্তানী" অধিকাংশ ফকিহগণ উহার উপর (বড় মসজিদের কৌলের) ফতোয়া দিয়াছেন। আবু সোজা (র) বলিয়াছেন যে, মেছেরের ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে বড় মসজিদের ব্যাখ্যা অতি উত্তম। উলুলজিয়া কেতাবে ঐ কৌলকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন (বাহার) এই কৌল বেকায়া, মোক্তার, ও উহার শরায় গ্রহণ করিয়াছেন, দোরর কেতাবের মতনের মধ্যে অন্য কৌলের পূর্ব্বেই এই কৌল আনিয়াছেন, ইহা দ্বারা প্রকাশ পায় এই কৌলই প্রবল। ছদরে শরিয়া (র) এই কৌল সমর্থন করিয়াছেন। ইহাই হইল শামী কেতাবের সম্পূর্ণ এবারতের অর্থ।

প্রিয় পাঠক! শামী কেতাবের উক্ত এবারত ও অর্থ দ্বারা কি বুঝিলেন ? গ্রন্থকার ছাহেব ঐ শামী কেতাবের আংশিক এবারত জুমা বিনাশের মধ্যে লিখিয়া কেতাবের উদ্দেশ্যের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, বানর নাচান ইত্যাদি রূপ কতক পুথির ভাষায় লিখিয়া সাধারণকে শামী কেতাবের উপর বিতশ্রদ্ধা জন্মাইয়াছেন কিনা ?

গ্রন্থকারের ঐরূপ উক্তি শামী কেতাবের মধ্যে লেশ মাত্রও নাই, বরং শামী কেতাবে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে 'এই কোল দ্বারা আমরা যাহাকে গ্রাম বলিয়া থাকি, তাহার বহুত গ্রাম শরাই শহররূপে পরিণত হয়। এই মত, ভাল বলিয়া অধিকাংশ ফকিহগণ উহার উপর ফতোয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যাতীত আবুসোজা (র) মত ও উলুলজিয়া, বেকায়া, মোক্তার, দোরার, প্রভৃতি কেতাবেও যে ঐ কৌল গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন, শামী কেতাবে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন শরহে বেকায়া কেতাবে এই বড় মসজিদের ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ ও উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, গ্রন্থকার ছাহেবও সমর্থনকারী ছাহেবান শামী কেতাবের ঐ এবারতের উপর ব্যাঙ্গ উক্তি প্রকাশ করা কত দূর উচিত হইয়াছে, তাহা জনাবেরাই বুঝিতে পারেন। পাঠক! গ্রন্থকারের আর একটী উক্তি এই যে বড় মসজিদের কৌল নথি শামিল করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন কেন! উহা কোথায় পাইলেন? এইরূপ কেতাবের আরবী এবারত লিখিয়া তাহার মানি, মতলব, মনগড়া অযুক্তি লিখা জনাবের কত দূর উচিত হইয়াছে, পাঠক! জানিয়া রাখিবেন, মোক্তারও বেকায়া ষষ্ঠ তবকার

কেতাব ঐ কেতাবে কোন জইফ ও পরিত্যক্ত কৌল নাই। (শামী কেতাবের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। জুমা বিনাশের গ্রন্থকার ছাহেব ও সমর্থনকারী ছাহেবান ঐ বড় মসজিদের কৌলকে তাহাদের জুমা বিনাশের মধ্যে পুথির ভাষায়, নাওয়াদের অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত, দোষণীয়, অশুদ্ধ, বাতেল কৌল বলিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ উক্তি যে সম্পূর্ণ খোদ মতলবী, তাহার প্রমাণের জন্য নিম্নে বড় মসজিদের কৌলকে যে যে কেতাবে বিশুদ্ধ, গ্রহণীয় ও উত্তম, বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। তাহার কতক কেতাবের এবারত-সহ প্রমাণ করিতে বাধ্য হইলাম, যথাক্রমে পাঠ করুণ!

১। "শরহে ইলিয়াছ কেতাবে আছে"।

كل موضع اهله كثير بحيث لو اجتمعوا لا يسع اكبر مساجده اهله من يجب عليهم الجمعة لا كل من يسكن فى ذلك الموضع من الصبيان و النسوان و العبيد مصر جامع هكذا روى عن ابى حنيفة و ابى يوسف رح *

অনুবাদঃ—যে মৌজাতে এত পরিমাণ বেশী লোক বাস করে। সেই স্থানের বৃহত্তম মসজিদে স্থানীয় বালেগ বুদ্ধিমান প্রভৃতি যাহাদের উপর জুমার নামাজ পড়া ফরজ তাহারা সম

ঐ মসজিদে আসিলে, সামাই না হয়। তাহাকেই জামে মেছের বলে। এই কৌল এমাম আবু হানিফা (র) ও আবু ইউছুফ (র) হইতে বর্ণিত আছে

২। "তাওফিকোল এনায়া" কেতাবে আছে।

المصر الجامع عند ابى يوسف رح كل موضع له امير و قاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود و عندهما اذا اجتمع اهله ممن تجب عليه الجمعة فى اكبر مساجده لا يحيطهم *

অনুবাদ ঃ—জামে মেছের আবু ইউছুফ (র) নিকট ঐ মৌজাকেও বলে যে মৌজায় আমির ও কাজী আছে। আহকাম জারি করে ও হদুদ কায়েম করে। আর এমাম আবু হানিফা (র) ও মহাম্মদ (র) নিকট জামে মেছের ঐ মৌজা, যে মৌজাবাসী যাহাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ তাহারা একত্র হইলে তথার বৃহত্তম মসজিদে সামাই না হয়।

৩। "মবছুত ছোরখছীর ২য়" খণ্ডে জুমার অধ্যায় লিখিত আছে।

قال ابن شجاع رض احسن ما قيل فيه ان اهلها بحيث لو اجتمعوا فى اكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا الى بناء مسجد الجمعة فهذا مصر جامع تقام فيه الجمعة *

অনুবাদ ঃ—এব্‌নে সোজা (র) বলিয়াছেন যে “মেছেরের ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে অতি উত্তম ব্যাখ্যা এই যে, যে স্থানে এত পরিমাণ লোক বাস করে, তাহারা তথায় বৃহত্তম মসজিদে আসিলে যদি সামাই না হয়, ও অন্য মসজিদের আবশ্যক হয় ইহাই জামে মেছের” এমত স্থানে জুমার নামাজ পড়িতে হইবে।

৪। “বেকয়া কেতাবে আছে।

ما لا يسع اكبر مساجده اهله مصر *

অনুবাদ ঃ—যে মৌজার বাসেন্দা বৃহত্তম মসজিদে সামাই না হয়, সেই স্থানই মেছের।

৫। ‘মোক্তার’ কেতাবেও ঐরূপ আছে।

৬। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কেতাবে লিখিত আছে ঃ—

قوله ما لا يسع الخ هذا يصدق على كثير من القرى و عليه فتوى اكثر الفقهاء و قال سيد ابن شجاع هذا احسن ما قيل فيه و فى الولوالجية و هو صحيح و قال البلخى هذا احسن شئ سمعته و اعتمده - برهان الشريعة *

অনুবাদ ঃ—বড় মসজিদের কৌল বহুত গ্রামের উপর বর্ত্তিত হয়, ও এই কৌলের উপর অধিকাংশ ফকিহগণ ফতোয়া দিয়াছেন, ছৈয়দ অবু সোজা (র) বলিয়াছেন যে, মেছেরের ব্যাখ্যা, সমূহের মধ্যে ঐ (বড় মসজিদের) ব্যাখ্যাই অতি উত্তম। “উলুল্‌জিয়া” কেতাবে আছে ঐ বড় মসজিদের ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ। বলাখি (র)

বলিয়াছেন যে মেছের সম্বন্ধে যে তারিফ শুনিয়াছি তন্মধ্যে এই (বড় মসজিদের) তারিফ অতি উত্তম।

৭। সরম্বালালিয়া কেতাবে আছে ঃ—

نقل الككى عن المجتبى ان قول الثلجى عليه اكثر الفقهاء الخ وقال ابن شجاع هو احسن ما قيل فيه كما فى العناية وفى البحر عن الولوالجية و هو الصحيح *

অনুবাদ ঃ—কাকী (র) মোস্তাবা কেতাব হইতে নকল করিয়াছেন, যে নিশ্চয়ই ছলজী (র) এর কৌলের উপরই (বড় মসজিদের কৌলের উপর) অধিকাংশ ফকিহগণ। এব্নেসোজা (র) বলিয়াছেন যে, মেছেরের ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে এই (বড় মসজিদের ব্যাখ্যাই অতি উত্তম (এনায়া)। "বাহার" কেতাবে 'উলুলজিয়া' কেতাব হইতে লিখিয়াছেন ঐ (বড় মসজিদের) ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ।

৮। বাহারোররায়েক কেতাবে আছে ঃ—

عن ابى يوسف رح انه ما اذا اجتمعوا فى اكبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم و عليه فتوى اكثر الفقهاء و قال ابو شجاع هذا احسن ما قيل فيه و فى الولوالجية و هو الصحيح *

অনুবাদ ঃ—আবু ইউছুফ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে "যে মৌজার বাসেন্দা লোক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বৃহত্তম মসজিদে আসিলে সামাই না হয়। সেই স্থানই মেছের। ইহার উপর

অধিকাংশ ফকিহগণ ফতোয়া দিয়াছেন। আবুসোজা (র) বলিয়াছেন যে, মেছেরের ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে এই ব্যাখ্যাই উত্তম। উল্‌লজিয়া কেতাবে আছে ঐ কৌল বিশুদ্ধ।

৯। "শরহে মোল্‌তাকাল্ আব্‌হোর" কেতাবে :—

ما عليه اكثر الفقهاء من المعنى المصر الشرعى كما فى الزاهدى و قال ما لا يسع من موضع اكبر مساجده مبنية للصلوة الخمس اهله اى اهل ذلك الموضع بمن وجب عليه الجمعة مصر *

অনুবাদ :—মেছের শরাইর যে ব্যাখ্যার উপর অধিকাংশ ফোকাহাগণের রায় জাহেদী কেতাবের মত এই যে স্থানীয় পাঞ্জেগানা বৃহত্তম মসজিদে বাসেন্দাগণ আসিলে শামাই না হয়, অর্থাৎ যাহাদের উপর জুমার নামাজ পড়া ওয়াজেব। এমত স্থানই শরাই মেছের।

১০। "শরহে কাঞ্জ" কেতাবে আছে :—

قيل هو ما لا يسع اكبر مساجده اهله المكلفين بما و عليه فتوى اكثر الفقهاء *

অনুবাদ :—যে স্থানীয় বৃহত্তম মসজিদে তথাবাসী মোকাল্লেফীন অর্থাৎ যাহাদের প্রতি জুমা ফরজ তাহারা আসিলে ঘরে সামাই না হয়। এই স্থানই মেছের এবং এই কৌলের উপর অধিকাংশ ফকিহগণ ফতোয়া দিয়াছেন।

১১। "খাজানা তোররাওয়ায়েত" কেতাবে আছে ঃ—

عن عبد الله احسن ما سمعناه فيه لو اجتمع اهله فى اكبر مساجدهم لم يسعوا فيه يجوز الجمعة فيه *

অনুবাদ ঃ—আবদুল্লা (র) বলিয়াছেন যে, আমরা মেছের সম্বন্ধে যত প্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছি তন্মধ্যে এই ব্যাখ্যাই অতি উত্তম এই যে, স্থানীয় বৃহত্তম মসজিদের তথাবাসী একত্র হইলে, ঐ মসজিদে সামাই না হয়, তথায় জুমা পড়া জায়েজ হইবে।

১২। "এব্রাহিম শাহী" কেতাবে আছে ঃ—

قال ابو عبد الله البلخى احسن ما قيل ان لا يسعوا فى اكبر مساجدهم لو اجتمعوا هذا اقرب من مذهب ابى حنيفة و ابى يوسف رح ايضا لان مذهبهما اقامة الجمعة لمنى جائزة *

অনুবাদ ঃ—আবু আবদুল্লাহ বলাখী (র) বলিয়াছেন যে, মেছেরের ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে এই ব্যাখ্যাই অতি উত্তম এই যে, স্থানীয় বৃহত্তম মসজিদে তথাবাসী আসিলে ঐ মসজিদে সামাই না হয়, এবং এই কৌলই এমাম আবু হানিফা (র) ও আবুইউছুফ (র) মজহাব মেয়াফেক। যেহেতু এমামদ্বয়ের মতে মিনায় জুমা পড়া জায়েজ।

১৩। "দোররোল মোল্তাকা" কেতাবে আছেঃ—

وقيل ما لو اجتمع اهله فى اكبر مساجده لا يسعهم
وعليه فتوى اكثر الفقهاء *

অনুবাদঃ—স্থানীয় অধিবাসীগণ সেখানের বৃহত্তম মসজিদে একত্র হইলে ঐ মসজিদে সামাই না হয়, উহাই মেছের, এই কৌলের উপর অধিকাংশ ফকিহগণ ফতোয়া দিয়াছেন।

১৪। "গায়াতোল আওতার" কেতাবে আছেঃ—

شہر ہی یعنی وہ بستی جسکی سب سے بڑی مسجد
مین اسکے باشندے جنکو جمعہ کے ادا کرنے کا حکم ہین
نہ سماوین یعنی عورتون اور لڑکون اور مسافرون کے سوا
اسقدر مسلمان ہون کہ بڑی سی بڑی مسجد مین
نہ آسکین اور شہر کی اسی تعریف پر فتوی ہی اکثر
فقہا کا *

অনুবাদঃ—ঐ বস্তি যে বস্তির বৃহত্তম মসজিদে ঐ বস্তির বাসেন্দা যাহাদের প্রতি জুমা পড়া ফরজ তাহারা সামাই না হয়, অর্থাৎ স্ত্রী, বালক মোছাফের ছাড়া ঐ পরিমাণ মোছলমান থাকে, আর উহারা ঐ স্থানীয় বৃহত্তম মসজিদে সামাই না হয়, শহরের এই ব্যাখার উপর অধিকাংশ ফকিহগণ ফতোয়া দিয়াছেন।

১৫। "আরকানে আরবা" কেতাবে আছে ঃ—

عن الامام ابی یوسف رح المصر موضع یبلغ المقیمون فیه عدد الا یسع اکبر مساجده ایاهم فی الهدایة هو اختیار الثلجی و به افتی اکثر المشائخ الخ

অনুবাদ ঃ—এমাম আবু ইউছুফ (র) হইতে বর্ণিত আছে, মেছের ঐ মৌজাকে বলে, ঐখানকার বাসেন্দা সেই স্থানীয় বৃহত্তম মসজিদে শামাই না হয়, 'হেদায়া' কেতাব হইতে এই কৌল ছলজি (রঃ) গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই কৌলের উপর অধিকাংশ মোশায়েখগণ ফতোয়া দিয়াছেন।

বড় মছজিদের কৌল অগ্রগণ্য হইবার কারণ।

প্রিয় পাঠক! আপনারা পূর্ব্বেই বড় মসজিদের কৌল সম্বন্ধে বিস্তৃত দলীল প্রমাণ অবগত হইয়াছেন, এখানে ঐ কৌলের গুরুত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উপসংহারে নিবেদন করিব। ঐ বড় মসজিদের কৌল, আমাদের এমাম আজম আবুহানিফা (র) এর কৌল (শরহে ইলিয়াস ও তওফিকোল এনায়া কেতাব প্রভৃতির মধ্যে, ইহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত এমাম ছাহেবের মহাবিজ্ঞ বিচক্ষণ শাগরেদ এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এমাম মোহাম্মদ (র) ও মোহাম্মদ এব্লেসোজা (র) প্রমুখাৎ

বিশিষ্ট ফকিহগণ বড় মসজিদের কৌল গ্রহণ করিয়াছেন, এই সকল মহাবিজ্ঞ ফকিহগণ সমগ্র হানাফী সমাজের দ্বিতীয় তবকার মোস্তাহেদ ওলামা ছিলেন, ইহা ছাড়া জাহের রওয়ায়েতের বিখ্যাত ছিয়ারে কবির ও মবছুত কেতাবের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা কার হজরত শামছোল আয়েম্মা ছরখ্‌ছি প্রভৃতি মহামান্য ফকিহগণ এই বড় মসজিদের কৌলের উপর ফতোয়া দিয়াছেন। ইনি তৃতীয় তবকার ফকিহ ছিলেন। ইহাদের পরে উচ্চ তবকার অন্যতম বেকায়া ও মোখ্‌তার প্রভৃতি কেতাবে এই বড় মসজিদের কৌল গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত এই দুই কেতাব হানাফী মজহাবের সর্ব্বজনমান্য কেতাব। এই দুই কেতাবে কোন পরিত্যক্ত ও জইফ কৌল গ্রহণ করেন নাই। এই কেতাবের প্রণেতাগণ এত দূর পারদর্শী এবং ক্ষমতাপন্ন ফকিহ ছিলেন যে, ফেকাহের দুইটী উক্তির কোন্‌টি ছহিহ, কোন্‌টি জইফ এবং জাহের ও নাদেরের মধ্যে পার্থক্য করিবার অধিকার ও যোগ্যতা ছিল। শামী কেতাবের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। অতএব দেখা গেল যে, "আমাদের এমাম আজম আবুহানিফা (র) হইতে আরম্ভ করিয়া তবকার শ্রেষ্ঠ ফকিহ আলেমগণ এই বড় মসজিদের কৌলের উপর ফতোয়া

দিয়াছেন। ইহা ছাড়া শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী "গায়াতোল আওতার" বাহারোররায়েক, ফতহোলকাদির বরজিঞ্জি, সরহে বেকায়া, দোর্‌রোল মোস্তাকা উলুল জিয়া, শরহে ইলিয়াস্, এব্রাহিমশাহী, তহফিকোল এনায়া, মবছুত ছোরখছির ২য় খণ্ড, বেকায়া, সরম্বালালিয়া, শরহে "মোলতাকালআভহোর"। 'শরহেকাঞ্জ' খাজানা তোররয়ায়াত" আরকানে আরবা এই রূপ বহু কেতাবে" বড় মসজিদের কৌল গ্রহণ করতঃ ফতোয়া দিয়াছেন। আমাদের হানিফী মোজহাবের বড় ওলামা বৃন্দ, এই কৌল অবলম্বনে, এদেশে জুমা ও ইদের নামাজ পড়িয়া আসিতেছেন। সুতরাং যাহারা হানাফী মজহাবের দাবী করিয়া উল্লিখিত বড় বড় কেতাবের গ্রহণীয় কৌলকে অগ্রাহ্য করতঃ এদেশে জুমার নামাজ পড়িতেছেন না, ইহা যে তাহাদের নিতান্ত দুঃসাহস ব্যতীত আর কি বলা চলে। পাঠক চিন্তা করুন!

৮নং আলোচনা

জুমা বিনাশের ৭৫ পৃষ্ঠায় আলমগিরি কেতাব হইতে নিম্ন এবারত আনিয়া নিম্নরূপ অর্থ লিখিয়াছেন ঃ—

بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما كذا فى معراج الدراية *

বাদশার শর্ত্ত ফরজ জান জুমাকে পড়িতে।

ইছলামি শহর যদি কাফেরেতে নেয়, জুমা পড়া শুদ্ধ নাহি কেতাবেতে কয়। তবে যদি শহরিয়া লোক একত্রিত হইয়া, বিচারার্থে কাজী এক লয় বানাইয়া। মোছলমান প্রতি ওয়াজেব হইবে তখন, আমিরের প্রার্থনা করে রাজার সদন। এই মত লেখা আছে বহু কেতাবেতে এখানেতে লিখি তাহা আলমগিরি হইতে।

পাঠক! ঐ এবারতের অর্থ উর্দ্দূ আলমগিরি কেতাবে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন, যথা—

جن شہرون کے والی کافر ہون وہان مسلمان کو جمعہ قائم کرنا جائز ہے اور قاضی مسلمان کی رضامندی سے

مقرر ہو سکتا ہے اور وہاں کی لوگون پر واجب ہے کہ
مسلمان والی مقرر کرنے کی جستجو کرتے رہیں *

অনুবাদ ঃ—কাফেরের অধিকৃত শহরে (স্থানে) মোছলমানের জুমা কায়েম করা জায়েজ হইবে। এবং মোছলমানের সম্মতিতে কাজী অর্থাৎ খতিব নির্ব্বাচন হইবে, এবং তাহাদের প্রতি একজন মোছলমান অলি অনুসন্ধান করা ওয়াজেব।

পাঠক! গ্রন্থকার ছাহেব ঐ এবারতের যে অর্থ করিয়া পুথির ভাষায় লিখিয়াছেন। উহা কতদূর সত্যাসত্য তাহার প্রমাণের জন্য নিম্নে কয়েকটী বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম, যথা—

(১) গ্রন্থকারের ঐ এবারতে বাদশা 'শর্ত্ত ফরজ জান জুমাকে পড়িতে।' পাইলেন কোথায়?

(২) ইয়াজুজ্‌ শব্দের অর্থ জুমা পড়া শুদ্ধ হইবে স্থলে জুমা পড়া শুদ্ধ হইবে না এইরূপ অসত্য অর্থ লিখিলেন কেন?

(৩) "তবে যদি" ঐ এবারতের কোন শব্দের অর্থ লিখিলেন?

(৪) গ্রন্থকারের প্রমাণিত এবারত আলমগিরির ১ম খণ্ডের জুমার অধ্যায়ের বটে, কিন্তু উহার প্রকৃত

অর্থ এই যে, জুমার নামাজের জন্য সাধারণে কাজী বা খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবেন। গ্রন্থকার ছাহেব, ঐ এবারতের অর্থে লিখিলেন, শহরিয়া লোকে বিচারের কাজী বানাইয়া লইবে, এইরূপ লিখা জুমা বিনাশের গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অসত্য ও মতলবী যেহেতু আলমগিরি কেতাবের ৩য় খণ্ডে বিচারের অধ্যায় নিম্নরূপ লিখিত আছে, যথা—

اذا اجتمع اهل بلدة على رجل و جعلوه قاضيا يقضى فيما بينهم لا يصير قاضيا *

অনুবাদ ঃ—শহরের লোকেরা একত্র হইয়া বিচারের কাজী নির্ব্বাচন করিলে, সে কাজী, কাজী হইতে পারে না। এমত স্থলে গ্রন্থকার ছাহেব ও সমর্থনকারী ছাহেবান! জুমার নামাজের কাজীর এবারত লিখিয়া বিচারের কাজী বলিয়া অর্থ করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়াছেন, ইহা বোধ হয় স্বইচ্ছায়ই করিয়াছেন। যদি না হইবে তবে জনাবেরা কি জানেনা যে বিচারের অধ্যায়ের কাজী শব্দের পূর্ব্বে (يقضى فيما بينهم) ইয়াক্কজে ফিমা বাইনাহুম্‌ অর্থাৎ বিচার মীমাংশা কারক, শব্দ আছে। জুমার কাজী শব্দের উপর ঐ শব্দ নাই।

(৫) 'আমিরের প্রার্থনা করিবে রাজার সদন' এইরূপ অর্থ কোথায় পাইলেন? 'আমিরের প্রার্থনা

রাজার নিকট করিবে' লিখিলেন, আমির কাহাকে বলে ও রাজা কাহাকে বলে, তিনি কোন্ শব্দের অর্থ আমির ও কোন্ শব্দের অর্থ রাজা করিলেন।

(৬) প্রিয় পাঠক! উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা কি মনে করেন? গ্রন্থকার ছাহেব ও সমর্থনকারী ছাহেবান, জুমার নামাজের বিপক্ষে কিরূপ লাগিয়াছেন।

৯নং আলোচনা

(১) জুমা বিনাশের ৭৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ছাহেবের ওস্তাদের উক্তি ঐ পৃষ্ঠার জওয়াব মধ্যে লিখিয়াছেন।

"বুঝাইয়া দিব আমি এমন প্রকার, যেমন বুঝায় মোরে পরওয়ার দেগার বাদশা যদি মুল্লুকেতে নাহিক থাকিবে, জুমা হক জান তবে নাহিক হইবে। আর এক ছওয়াল যাহা বলিলেন আপনি, জালেম দুশমন কিছু না আছে এখনি। জালেম দুশমন যদি নাহিক থাকিবে। তথাপিও বাদশা বিনে জুমা না হইবে।" ইত্যাদি লিখিয়া আরও লিখিয়াছেন, যেমন কছর নামাজ খোদার হুকুম

বরাবর থাকিবে। তদ্রূপ বাদশা শর্ত্ত খোদার হুকুম, উহাও বরাবর থাকিবে। এইরূপ—

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থকারের ওস্তাদ ছাহেব, ঐরূপ কথা কোথায় পাইলেন? এবং কছর নামাজের সহিত বাদশার শর্ত্ত বরাবর করিয়া প্রমাণ করা জনাবের কতদূর উচিত হইয়াছে। কছর নামাজ খোদাতালা কোরান শরীফে আদেশ দিয়াছেন, জুমার জন্য বাদশার শর্ত্ত কোরান শরীফে কোথাও নাই, এতদ্ব্যতীত— "জামেওররমুজ" আলমগিরি, শামি, আরকানে আরবা, প্রভৃতি বহু কেতাবে আছে বাদশা বিহীন স্থানেও জুমার নামাজ পড়িবে। এতদ্ব্যতীত ইহাও আছে রাজ্যের বাদশা কাফের থাকিলেও মুছলমানগণ জুমার নামাজ পড়িবে। এইরূপ কেতাবের বিপরীত মত প্রকাশ করা গ্রন্থকারের কতদূর উচিত হইয়াছে?

———

১০নং আলোচনা

জুমা বিনাশের ৭৭ পৃষ্ঠায় জুমার জন্য ৬ শর্ত্ত ফরজ প্রমাণ করিবার জন্য কোরান শরীফের ছুরা জুমার আয়াতের মানি করিয়াছেন—

১নং ه হা শব্দে তাম্বি করা একিন জানিবে।
এলেমের ফায়দা এহা কেতাবে দেখিবে॥
একব্যক্তি চাহি হেথা তাম্বি করিবার।
বাদশা না হইলে সেই বাদশার আকার॥
ক্ষমতা দিবেন বাদশা শাসন করার।
বাদশা বিনে এই কাম যোগ্যতা কাহার॥
২নং আমান্নুতে امنو শর্ত্ত আছে জান এপ্রকার।
জুমা মুজ্বাক্কের ছেগা জান বেরাদার॥
পুরুষের প্রতি জুমা আদেশ হইল।
এহাতে জামাত শর্ত্ত ছাবেত হইল॥
পুরুষের জন্য হইল হুকুম আল্লার।
নারীদের প্রতি জুমা নাহিক খোদার॥
আমান্নুতে আর এক আছে যে ইশারা।
খেয়াল করিয়া শুন তাহার মাঝেরা॥
ইমানদার বেক্তি এক চাহি হইবার।
আমির কিম্বা কাজী চাই তাম্বি করিবার॥

জুমার আসল মানি বুঝিবে সবাই—।
শহরিয়া লোক জমা হবে এক ঠাই ॥
বহু লোক সমারোহ হবে এক ঠাই।
নেগাবানি করিবার বাদশা এক চাই ॥
শহরেতে এক স্থানে সকলে মিলিয়া।
জুমার নামাজ লবে আদায় করিয়া ॥
আমাণু শব্দেতে আছে বহুত কথন।
খেয়াল করিয়া শুন লাগাইয়া মন ॥
কাফের বাদশাহ আর বেদিন যাহারা।
জুমা হতে খারেজ হইয়া গেল তারা ॥
(৫নং ফাছাও) ফাছ্আও লফজতে সর্ত্ত আছে এ প্রকার।
তাড়াতাড়ি যাও সবে জেকেরে মৌলার ॥
অর্থাৎ চেষ্টা করিবার জাগা হবে যেই স্থান।
যেই স্থানে গলি কুচা আছে বিদ্যমান ॥
বহুতর মুরাদ এহার সবাকে শুনাই।
খেয়াল করিয়া শুন করিয়া দানাই ॥
যে সব জাগাতে কোশেষ করিবার নয়।
গাও কি জঙ্গল কিম্বা টাপুচর হয় ॥
পাহাড় জঙ্গল টিলা মাঠে ও ময়দান।
নাল খাল জলা নদী আর বিয়াবান ॥

আওরাত উপরে নাহি চেষ্টার হুকুম।
দাসদাসী গণে তেয়ছা করিবে মালুম ॥
অন্ধ লুলা আর বেমারি আজারি।
নাবালেগ আর যারা করে মুছাফিরী ॥
ফাছ্আও লফ্জতে এরা গেল নেকালিয়া।
জহুর পড়িবে সবে জুমাকে ছাড়িয়া ॥

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থকার ও সমর্থনকারী ছাহেবান যে কোরান শরীফের ছুরা জুমার আয়াতের ১নং ৬ হা শব্দের মানি করিয়া তাহারা বাদশা সর্ত্ত ফরজ প্রমাণ করিলেন। ২নং صفو! শব্দের অর্থে পুরুষ জামাত ইমান দ্বার এক ব্যক্তি আমির কিম্বা কাজী ৫নং ফাছাও শব্দের মানি তাড়াতাড়ি যাও, গলি কুচা স্থান, আওরাত উপরে চেষ্টার হুকুম নাই। অন্ধ লুলা বেমারী আজারী নাবালেগ মুছাফের নেকালিয়া গেল। জহুর পড়িবে জুমাকে ছাড়িবে লিখিলেন।

কোরানশরীফের ঐ আয়াতের ঐ ঐ শব্দের অর্থ কোন্ তফাছিরে ও লোগাতে, ফেকা ও জাহের ও নাদের রেওয়ায়েতে পাইলেন। তাহার প্রমাণ লিখিলেন না কেন? ঐরূপ মানি মতলব হয় কিনা নিজেরা বুঝিয়া লইবেন। অক্ষম হইলে আপনাদের বিশ্বাসী উপযুক্ত আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিবেন।

গ্রন্থকার ছাহেব ও সমর্থনকারী ছাহেবান, যদি কোরানশরীফের মানি নিজদের মতলবী করিয়া থাকেন, তবে মেশ্‌কাত শরীফের এলেমের অধ্যায় নিম্ন হাফিছ মতে দায়ীক হইবেন কিনা ? من قال فی القرآن برائه فلیتبوؤ مقعده من النار -

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরানশরীফের মানি নিজের মতলব মত করিবে তাহার ঠিকানা জাহান্নাম"।

পাঠক, গ্রন্থকারের ও সমর্থমকারী ছাহেবদের মতে যদি یا ایها الذین امنوا ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানুর মতলব ইহাই হয় যে "যে স্থানে মুছলমান বাদশা নাই" তথায় ঐ আদেশ মান্য করিতে হইবে না। যদিও বাদশা থাকে তবে কেবলমাত্র পুরুষেরাই আমল করিবে। এমত স্থলে নিম্ন আদেশ পূর্ণ আয়াত সমূহের কি মানি করিলে।

(১) কোরাণশরীফের আছে ঃ—

یا ایها الذین امنو اذا قمتم الی الصلوۃ فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الی المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الی الكعبين *

ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমান্নু এজা কুম্তুম্ এলাছালাতে ফাগ্ছেলু অজহা কুম.........

অর্থ—হে ইমানদার ব্যক্তিগণ, যখন তোমরা নামাজ পড়িতে ইচ্ছা কর, তখন মুখমণ্ডল, কেনুই পর্য্যন্ত হস্তদ্বয়, টাখনু পর্য্যন্ত পদদ্বয় ধৌত কর ও শির মোছেহ্ কর!

(২) يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخ *

ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমান্নু, কোতেবা আলাইকুমুচ্ছিয়াম"

অর্থ—হে ইমানদার গণ, তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা গিয়াছে।

(৩) يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات *

ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমান্নু কুলু মিনাত্তায়েবাত্

অর্থ—হে ইমানদার গণ, তোমরা হালাল খানা খাও।

(৪) يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا الخ *

"ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমান্নু লাতাদ্খুলু বইউতান্ গায়রা বইউতে কুম। হাত্তাতাছ্তানেছু"

অর্থ—হে ইমানদার গণ, তোমরা নিজঘর ব্যতীত অন্য ঘরে বিনা এজেনে প্রবেশ করিও না।

পাঠক! গ্রন্থকার ও সমর্থনকারী ছাহেবদের উল্লিখিত মানি মতলব যদি সত্য ও সঠিক হইয়া থাকে,

তবে প্রমাণিত আয়াত সমূহের মর্ম্ম মতে, যে দেশে মুছলমান বাদশা নাই, তথা বাসীগণ আমল না করিয়া পারিবে কি ? ও যেখানে মুছলমান বাদশা আছে, তথায় মাত্র পুরুষেরাই আমল করিবে কি ? তাহাদের ঐ মানি সত্য হইলেত ; যে দেশে মুছলমান বাদশা নাই তথায় অজু করা লাগিবে না, জুমা পড়াত লাগে না, হালাল খাইতে হইবে না, পরের ঘরে বিনা এজেনে যাইতে বাধা হইবে না, ও রোজাও রাখিতে হইবে না। "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"—এইরূপ কোরান শরিফের আয়াতের মানি করা মহা অন্যায় নহে কি ?

১১নং আলোচনা।

জুমা বিনাশের ৮১ পৃষ্ঠায় জামে ও রমুজ কেতাবের এবারত আনিয়া লিখিয়াছেন—

„ثم نائبه لان اقامة الجمعة حق الخليفة الا انه لم
يقدر على ذالك فى كل الامصار فيقيم غيره نيابة * .

এই এবারতের মানি জানিবে সবায়।
বাদশা পড়াবে কিম্বা নায়েব যেবা হয়॥

জুমা পড়াবার হক বাদসা যে হয়।
সকল সহরে বাদসা যাওয়া অসম্ভব হয়॥
অতএব বাদসার নায়েব যেই হবে।
প্রত্যেক সহরে সেই জুমা পড়াইবে॥
এই তক্ এই কথা করিনু আখের।
আর কি বাসনা আছে বল দেখি ফের॥

পাঠক! গ্রন্থকার ঐ এবারতের অর্থ যাহা করিয়াছেন, তাহা কত দূর সত্য আরবী এবারতের অর্থ করিয়া দেখুন! যদি নিজেরা অক্ষম হন তবে আপনাদের বিশ্বাসী কোন উপযুক্ত আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।

গ্রন্থকারের প্রমাণিত জামেওর রমুজ কেতাবের এবারতের দুই ছত্র উপরেই লিখিত আছে।

"والاطلاق مشعر بان الاسلام ليس بشرط هذا اذا امكن استيذانه والا فالسلطان ليس بشرط فلو اجتمعوا على رجل وصلوا جاز *"

বাদশা মোছলমান হওয়া সর্ত্ত নহে। বাদশা ঐ সময় সর্ত্ত হইবে, যখন বাদশা হইতে আদেশ আনিবার সম্ভব হয়, সম্ভাবনা না হইলে, বাদশা হওয়ার কোন সর্ত্ত নহে।

সকলে মিলিয়া একজন এমাম (খতিব) নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে।

পাঠক ! গ্রন্থকারও সমর্থনকারী ছাহেবান, উক্ত এবারত লিখিলেন না কেন ? ইহা দ্বারা আপনারা জানাবদের উদ্দেশ্য কি বুঝেন।

১২নং আলোচনা।

জুমা বিনাশের ৭৯ পৃষ্ঠায় শামি কেতাবের এবারত আনিয়া মানি লিখিয়াছেন—

"يتبعون فى صلوة فقط او فيها وفى امره و انواهيه الاول ذو الامامة الصغرى و الثانى ذو الامة الكبرى *

"ইহার বাঙ্গালা মানি করিবে বয়ান।
মন দিয়া শুন সবে করিয়া ধেয়ান॥
ছোট এমাম পাঞ্জেগানা নামাজে যে হয়।
মোক্তাদির এক্তেদা করা ওয়াজেব তায়॥
বড় এমাম জান সবে বাদশাকে যে কয়।
যাহার হুকুম সবে মানিবারে হয়॥
জুমার জন্যেতে এমাম বাদশাকে জানিবে।
বাদশা বিহনে জুমা কভু না হইবে॥

পাঠক ! গ্রন্থকার যে শামি কেতাব হইতে উক্ত আংশিক এবারত লিখিয়া পুথির ভাষায় মানি লিখিয়াছেন,

ছোট এমাম পাঞ্জেগানা নামাজে যে হয়।
বড় এমাম জান সবে বাদশাকে যে কয়।
বাদশা বিহনে জুমা কভু না হইবে।

ঐ এবারতের কোন শব্দের মানি ছোট এমাম পাঞ্জেগানা নামাজ পড়িবে অন্য নামাজ পড়িবে না আর বড় এমাম বাদশাকে বলে আর ঐ বাদশা বিহনে জুমা হইবে না, এইরূপ মানি কোন লোগাতে ও জাহের রেওয়ায়েতে পাইলেন। এবং ঐ এবারতটী জুমার বয়ানের নহে, উহা এমামতির বয়ানের উহাও সম্পূর্ণ এবারত লিখেন নাই। নিজেদের মতলব উদ্ধার মানসের জন্য যত দূর আবশ্যক মনে করিয়াছেন, তত দূরই আনিয়া মন গড়া মানি করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়াছেন, যাহা হউক জানাবদের ঐরূপ করার রহস্য নিজেরাই বেশী জানেন। এমতস্থলে তাহাদের প্রমাণিত দোররল মোখতার শামিও কেতাবের ঐ এবারতের পূর্ণ এবারত লিখিয়া এমাম সম্বন্ধে বিস্তৃত লিখিব, পাঠ করিলেই, জানাবদের কৌশল কিরূপ বুঝিতে পারিবেন।

শামি কেতাবের মতন (আসল) কেতাবের এমামতির বয়ানের ঐ এবারতের পূর্ণ এবারত "এই যে—

فالکبری استحقاق تصرف عام علی الانام وتحقیقه فی علم الکلام ونصبه اهم الواجبات فلذا قدموه علی دفن صاحب المعجزات صل الله علیه وسلم - ویشترط کونه مسلما حرا ذکرا عاقلا بالغا قادرا قریشیا *

ঐ এবারতের মানি গায়াতোল আওতার কেতাবে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন—

بڑی امامت مستحق هونا تصرف عام کا هے خلق پر اور اسکی تحقیق علم کلام مین مذکور هے اور قائم کرنا امام کا مسلمانون پر زیاده ضروری واجبات مین سے هے اور اسی وجه سے که امام کا مقرر کرنا اهم واجبات سے هے صحابه رض عنهم خلیفه مقرر کرنے کو آن حضرت (ع) کے دفن پر مقدم کیا - یعنی وفات شریف دوشنبه کے روز هوئی اور سه شنبه کے دن یا بده کی رات خواه دن مین دفن هوئے - اور شرط هے هونا امام - یعنی خلیفه کا مسلمان آزاد مذکر صاحب عقل بالغ قدرت والا قریش کے نسب سے انتهی *

অনুবাদ :—পৃথিবীর সকলের উপর সর্ব্ব বিষয় বড় এমামের হুকুমত চলিবে। উহার তাহাকিক আকায়েদের কেতাবে আছে মোছলমানের এমাম নিযুক্ত করা অতি আবশ্যকীয় কার্য্যের মধ্যে

একটী, বড় এমাম নির্ব্বাচন অতি প্রয়োজনীয় ওয়াজেব বলিয়া, হজরত (দঃ) এর দাফনের পূর্ব্বে ছাহাবাগণ প্রথমে বড় এমাম নির্ব্বাচন করিয়া হজরতের দাফন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন হজরত (দঃ) সোমবার এন্তেকাল হন, মঙ্গলরার মতান্তরে বুধবার (খলিফা) নিযুক্তের পর দাফন হন। এই বড় এমাম (খলিফা) মোছলমান, স্বাধীন পুরুষ, বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত, ক্ষমতাপন্ন এবং কোরেশ বংশীয় হওয়া শর্ত্ত।

তারিখোল খোলাফা কেতাবের কোরায়েশী এমাম হওয়া ও খেলাফৎ কালের অধ্যায় আছে—

عن ابی برزة ان النبی صلی الله علیه وسلم قال الائمة من قریش ما حکموا فعدلوا ووعد وافوفوا واسترحموا فرحموا *

অনুবাদ ঃ—আবুরজা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, হজরত (দঃ) ফর্ম্মাইয়াছেন এমামগণ কোরেশী বংশীয় হইবে, তাহারা হক্ বিচার করিবে, যে ওয়াধা করিবে তাহা পূর্ণ করিবে, এবং তাহাদের নিকট অনুগ্রহ চাহিলে অনুগ্রহ করিবে। (হাদিছ)

ঐ অধ্যায়ে ইহাও আছে।—

عن سفینة قال سمعت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الخلافة ثلثون عاما ثم یکون بعد ذلك الملك *

অনুবাদ ঃ—ছফিয়ানা (বা) বলিয়াছেন যে "হজরত (দঃ) এর নিকট শুনিয়াছি হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, খেলাফৎ (বড় এমামত ত্রিশ বৎসর থাকিবে, তারপর বাদশাহিয়াত-জামানা হইবে। (হাদিছ)

গ্রন্থকার ছাহেব ইহা কি জানেন না যে, ছোট এমাম খালী নামাজ (ওয়াক্তিয়া, জুমা, ইদ) ইত্যাদির জন্য। বড় এমাম (খলিফা) পৃথিবীর যাবতীয় লোকের দীন ও দুনিয়াবীর হুকুমাতের জন্য তাহাও আবার এক সময় একজনই সমস্ত পৃথিবীর উপর হন। ঐ বড় এমামত, হজরত (দঃ) মের জামানার পর ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল ঐ বড় এমাম কোরেশী বংশীয় হওয়া সর্ত্ত, অর্থাৎ কোরেশী বংশ ভিন্ন কেহ হইতে পারে না। যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে এ বিষয় উলা ও দুওম জামাতের, আকায়েদের কেতাবে আছে। এমত স্থলে গ্রন্থকার ছাহেব ও সমর্থন কারী ছাহেবানের মতে যদি বড় এমাম বাদসাকেই বলে, তবে বড় এমাম, মোছলমান কোরেশী না থাকিলেত জুমা পড়া শুদ্ধ হইবে না। এই হইল গ্রন্থকারের উক্তি, পাঠক এখন চিন্তা করুন।

বর্ত্তমানে মক্কা ও মদিনা শরিফেও বড় এমাম, কোরেশী বংশীয় নাই, এমত স্থলে, জনাবদের অর্থ

মোতাবেক মক্কা ও মদিনা শরীফে ও জুমার নামাজ জায়েজ হয় না। অতএব গ্রান্থকার ছাহেব মতলবী অর্থ করিতে গিয়া পৃথিবী হইতে জুমার নামাজ কে চির বিদায় দিবার পন্থা অবলম্বন করিলেন কি না ?

প্রিয় পাঠক ! গ্রন্থকার ছাহেব যে, শামি কেতারের এমামতের বয়ান হইতে অসম্পূর্ণ এবারত আনিয়া জুমার জন্য বাদসার সর্ত্ত ফরজ প্রমান করিয়া, প্রকাশ করিলেন, যে স্থানে বাদসা নাই, তথায় জুমার নামাজ পড়িবে না লিখিলেন, ঐ শামি কেতাবের জুমার বয়ানে মোছলমান বাদশা অভাবে, ও কাফেরের রাজ্যে জুমার নামাজ পড়া সম্বন্ধে নিম্ন রূপ লিখিত আছে। এই এবারত গ্রান্থকার লিখিলেন না কেন ? শামির এবারত।

لو مات الوالى اولم يحضر لفتنة ولم يوجد احد ممن له حق اقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيبا للضرورة (كما سياقى) مع انه لا امير ولا قاضى ثمة اصلا *

অনুবাদ ঃ—যদি অলি মরিয়া যায় অথবা কোন ফেৎনার জন্য উপস্থিত হইতে না পারেন, এবং যাহাদের জুমা কায়েম করার ক্ষমতা আছে তাহাদের কেহ না থাকে, এমত অবস্থায় ও জরুরতের জন্য সর্ব্ব সাধারণে খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে। এইরূপ যে স্থানে আমির কাজী মাত্রেই নাই তথা বসিয়াও ঐরূপ খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে।

ঐ শামি কেতাবে ঐ জুমার বয়ানে আরও লিখিত আছে যথা :—

وبهذا ظهر جهل من يقول لاتصح الجمعة فى ايام الفتنة *

অনুবাদ :—যাহারা বলে ফেৎনার জামানায় জুমা পড়া শুদ্ধ নহে। উক্ত এবারত দ্বারা তাহাদের মুর্খতা প্রকাশ পায়।

শামি কেতাবে ইহাও লিখিত আছে।

مع انما تصح فى البلاد التى استولى عليها الكفار *

অনুবাদ :—যে স্থান কাফের অধিকৃত তথাও জুমার নামাজ পড়া শুদ্ধ।

পাঠক বিচার করুন, গ্রন্থকার ছাহেব শামি কেতাবের জুমার বয়ানের এমত পরিস্কার এবারত সমূহ প্রকাশ না করিয়া এমামতির বয়ানের আংশীক এবারত আনিয়া, তাহার মানি মতলব বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, সাধারণকে বুঝাইয়াছেন যে, যে স্থানে বাদশা নাই তথায় জুমার নামাজ হইবে না, বড় এমাম জুমা পড়াইবেন, ছোট এমাম পাঞ্জেগানা নামাজ পড়াইবেন এইরূপ অসত্য মানি করিয়া পৃথির ভাষায় জুমা বিনাশের প্রচেষ্টা করা কতদূর ন্যায় কার্য্য হইয়াছে। পাঠক, গ্রন্থকার ছাহেবের মতে মোছলমান বাদসা বিহীন স্থানে জুমার নামাজ না হইলে, বর্ত্তমানে

ভারত ও ইংলণ্ডে ও অন্যান্য কাফের বাদশার অধিন স্থানে শত শত মসজিদে যাবতীয় বড় বড় আলেম ও শিক্ষিত জ্ঞানীগণ বিনা সন্দেহে জুমার নামাজ পড়িতেছেন।

গ্রন্থকার ছাহেব ও সমর্থন কারী ছাহেবান, আপনারা জুমার নামাজের প্রতি এরূপ বিপক্ষতা আচরণ করিতেছেন কেন? ভারতের শ্রেষ্ঠ ২ আলেম ও পীর ছাহেবানের ও কেতাবের বিপরীত মত আমল করিয়া কিরূপ হইতেছে, একবার চিন্তা করুন?

---

১৩ নং আলোচনা

পীর মাওলানা শাহ কেমারত আলী মরহুম জৌনপুরী ছাহেব জুমা বিনাশের ১৭ পৃষ্ঠায় কিরূপ জুমার নামাজ পড়ান। ছওয়াল করায় মাওলানা ছৈয়দ মোদাছে্ছের হোচেন ছাহেব যেরূপ জওয়াব দিয়াছেন।

জওয়াব

মাওলানা হাজি মরহুম যবে এদেশে আসিয়া, করিল এছলাম জারী কোশেষ করিয়া। রওশন হইয়া গেল বাঙ্গালা তামাম, আদায় করেন লোকে আরকাণ আহকাম। সেখানে ২ হয় আজান জামাত আদায় করেন লোকে হজ্জ

ও জাকাত, ফরজ ওয়াজেব আর ছুন্নত নফল, আদায়ে করেণ জানি আখেরের ফল, খোদার ফজলে দিন জাহের হইল। হিন্দু স্থানের আলেমেরা শুনিতে পাইল॥ জৈনপুরী মৌলবী এক আসে বরিশাল, তছবিহ তাবিজ আর সোরমা কালিজিড়া। তাগা তুমার বড়ি আদি আর পানি পড়া। এসব বেচে আর তাবিজাদিদেয়। তাহাতে গ্রামী লোকে ফয়দা কিছু পায়। ইহা দেখি কিছু লোক আসিয়া জমিল। সবাকার তরে তিনি বলিতে লাগিল। তোমরা সবে জুমা নাহি পড় কি কারণ, এদেশেতে জুমা পড়া কে করে বারণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রিয় পাঠক! জুমা বিনাশের গ্রন্থকার ছাহেব যে, মাওলানা ছৈয়দ মোদাছেছর হোছেন ছাহেবের জওয়াব বলিয়া ঐরূপ অপঃ ভাষায় পীর মোর্শেদ জৈনপুরী মাওলানা ছাহেব কে মৌলবী, উপাধি দিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ লিখিয়া গিবাত ও সেকায়ত বয়ান করিয়াছে, ও অভদ্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, এজন্য ছওয়ল ও জওয়াব কারী উভয় গীবতের গোনাহে গুনাহ গার হইবেন কি না? যাহারা এইরূপ অসত্য ভাষা কেতাবে লিখিতে পারেন তাহারা না পারেন কি? এ বিষয় বহু কিছু বলিবার ছিল, পাঠক চিন্তা করিবেন।

১৪ নং আলোচনা

জুমা বিনাশের ৩৩ পৃষ্ঠায় ঢাকা কালিকাতা ইত্যাদি স্থানের আলেমগণ কি বুঝিয়া জুমার নামাজ পড়িতেছেন তদ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি।

জুমা বিনাশের গ্রন্থকার, মাওলানা মোদাছে্ছর হোছেন ছাহেবের নিকট ছওয়াল করায় তিনি যেরূপ সহরের আলেমদিগের প্রতি তহমত দিয়াছেন তাহার নকল জুমা বিনাশের ৩৪ পৃষ্ঠায় হইতে লিখিয়া দিলাম, "নানামতের লোক কত আছে স্থানে স্থান, সহর বন্দরে তারা করেন গোজরান, সাফেয়ী, হাম্বলী, ও মালেকী বহু আছে, মোতাজলি শিয়া থাকে সহর বিচেতে॥ এই সকল লোক নিজ মজাহাবে থাকিয়া, ইদ্ জুমা পড়ে তারা জায়েজ জানিয়া, হানিফিদের মধ্যে ফের দুই দল হয়, এক দল গ্রাম সকল সহর রানায়। এই দলের বহু লোক আছে সহরেত, তাহারাও পড়ে জুমা ঐ সবের সাতে সঠিক হানিফী যারা সেখানেতে রয়, কখন না পড়ে জুমা থাকিয়া তথায়," ইত্যাদি ২, তদপর মানুকুর কেচ্ছা লিখিয়া সহরবাসী আলেমদিগকে যেরূপ ভাবে হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। এইরূপ নিজদিগকে খাটি হানিফি প্রকাশ

করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পাঠক চিন্তা করুন! গ্রন্থকার ও সহকর্ম্মীদিগের কিরূপ আকিদা।

উপসংহারে নিবেদন পাঠকবৃন্দ! একটু বিচার করিয়া দেখুন! সমাজের বড় বড় আলেম, পীর ছাহেবান উচ্চ বংশীয় জমীদার, তালুকদার, এবং ইংরেজী হউক বাংলা হউক যে কোন বিদ্যায় বিজ্ঞ শিক্ষিত শ্রেণীর শত করা ৯৯ জনে বোম্বাই, কলিকাতা, ঢাকা, দিল্লী, কানপুর, দেওবন্দ, জৈনপুর, রামপুর, রংপুর, ফরিদপুর, এই প্রকার রাজধানী, বিভাগ, জিলা, মহাকুমা, থানা ও থানার অন্তর্গত স্থান সমূহে অমোছলমান বাদসার অধীন থাকিয়া শত সহস্র জুমার মসজিদ ও তাহাতে জুমার নামাজ পড়িতেছেন, ঐ সকল নামাজী মুছল্লীগনকে জুমা বিনাশের গ্রন্থকার ও সহকর্ম্মীদিগের মতে হানিফী হইতে খারেজ করিয়া দিয়া নিজেরা খাটি হানাফী বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করা, গ্রন্থকার ছাহেব ও সহকর্ম্মী ছাহেবদের কতদূর উচিত হইয়াছে। জনাবেরা নিজদের খেয়াল পরিত্যাগ করিয়া একবার জগতের দিগে লক্ষ্য করিলে বোধ হয় অচিরে, বৃহত্তম দল, আলেমের মত গ্রহণ করিয়া, ঐরূপ খেয়াল পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন।

তোহফল আখইয়ার কেতাবের আলোচনা

বাহাদুর পুর নিবাসী হজরত পীর বাদশা মিঞা ছাহেবের (কেবলা মরহুম ছাহেবের) প্রধান তম খলিফা সর মঙ্গল নিবাসী জনাব মৌলবী মোহাম্মদ নূরউদ্দীন ছাহেব ১৩২০ সালের ১২।১৪ নং পাটয়ার বাগান লেন ইছলামিঞা প্রেসে মুদ্রিত তোহফল আখইয়ার কেতাব খানার মধ্যে, গ্রন্থকার ছাহেবের মতলব হাছিল করিবার মানসে, স্থানে স্থানে আছল কেতাবের আংশিক এবারত লিখিয়াছেন। কোন স্থানে এবারত মধ্যে অন্য শব্দ ভরিয়া কোন স্থানে এবারত পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ মতলব উদ্ধার মানসে মন গড়া অর্থ করিয়াছেন। কোন কেতাবের মীমাংশা মূলক এবারত উপরে নীচে বাদ দিয়া উদ্দেশ্য হাছেল হয়, এমত এবারত লিখিয়া অর্থ করতঃ সাধারণকে বুঝাইয়াছেন যে, এদেশে জুমার নামাজ পড়া জায়েজ নাই। আমরা গ্রন্থকার ছাহেবের প্রণীত কেতাব খানার সহিত জনাবের প্রমাণীত কেতাবের সহিত মিলাইয়া দেখিতে গিয়া যাহা পাইলাম, তাহার কতক সর্ব্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

---

১ নং আলোচনা

জুমার নামাজ পড়িতে বাদশার সর্ত্ত ফরজ কি না?

"তোহ্ফল আখইয়ার" কেতাবের ১১ পৃষ্ঠায় দোররল মোখতার কেতাবের নিম্ন এবারত আনিয়া নিম্ন অর্থ করিয়াছেন।

ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا ٭

অনুবাদ :—বাদশার জন্য মুছলমান, স্বাধীন পুরুষ, বুদ্ধিমান, বয়প্রাপ্তও ক্ষমতাবান ইত্যাদি হওয়া সর্ত্ত।

প্রিয় পাঠক! জনাব গ্রন্থকার ছাহেব, জুমার নামাজে মুছলমান বাদসা হওয়া এই সর্ত্ত ফরজ প্রমান করিবার জন্য যে প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রমান করিতেছি। যথা—

(১) গ্রন্থকার ছাহেব যে দোররল মোখতার কেতাবের এবারত আনয়ন করিয়াছেন, উহা অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন কেন? এবং মানি ও যাহা করিয়াছেন তাহাও উল্‌টা ও অসম্পূর্ণ তাহার প্রমান জন্য গ্রন্থকারের প্রমানিত দোররল মোখতারের ঐ এবারতের সম্পূর্ণ লিখিয়া দেতেছি এবারত।

فالبكرى استحاق تصرف عام على الانام وتحقيقه
فى علم الكلام ونصبه اهم الواجبات فلذا قدموه على

دفن صاحب المعجزات صل الله عليه و سلم و يشترط كونه
مسلما حرا عاقلا بالغا قادرا قريشيا *

ঐ এবারতের অর্থ দোররল মোখতার কেতাবের শরাহ "গায়াতোল আওতার" কেতাবে লিখিয়াছেন—

بڑی امامت مستحق هونا تصرف عام کا هے خلق پر
اور اسکی تحقیق علم کلام میں مذکور هے اور قائم کرنا
امام کا مسلمانوں پر زیادہ ضروری واجبات میں سے هے -
اور اسی وجہ سے کہ امام کا مقرر کرنا اهم واجبات
سے هے - صحابہ رض عنهم خلیفہ مقرر کرنے کو آں حضرت
(ص) کے دفن پر مقدم کیا - یعنی وفات شریف دوشنبہ
کے روز هوئی اور سہ شنبہ کے دن یا بدہ کی رات خواہ
دن میں دفن هوئی - اور شرط هونا امام یعنی خلیفہ کا
مسلمان ازاد مذکور صاحب عقل بالغ قدرت والا قریشی
کے نسب سے انتهی *

অনুবাদ :—এমামতি দুই প্রকার, (১) ছোট ও (২) বড়। বড় এমাম পৃথিবীর যাবতীয় মোছলমানের উপর সর্ব্ব বিষয় হুকুমতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। আকায়েদের কেতাবে উহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এবং মোছলমানের উপর একজন বড় এমাম নিযুক্ত করা দরকারী—ওয়াজেবের মধ্যে একটি এবং বড় এমাম নির্ব্বাচন অতি প্রয়োজনীয় ওয়াজেব বলিয়া হজরত (দঃ) এর দাফন

করিবার পূর্ব্বে ছাহাবাগণ প্রথম বড় এমাম নির্ব্বাচন করাই অধিকতর প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন অর্থাৎ হজরত (দঃ) সোমবার্ দিবস ওফাত হইয়া মঙ্গলবার মতান্তরে বুধবার (খলিফা নিযুক্তির পরে) দাফন হন, এই বড় এমাম (খোলিফা) মোছলমান স্বাধীন, পুরুষ. বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত, ক্ষমতাপন্ন এবং কোরেশী বংশীয় হওয়া সর্ত্ত। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এমাম কোরশী বংশীয় হওয়া সর্ত্ত এই কথাটী বাদ দিয়াছেন কেন ?

'তারিখোল খোলাফা' কেতাবে কোরায়েশ বংশীয় এমাম ও তাহাদের খোলফাৎ কালের অধ্যায় লিখিয়াছেন"

" عن ابی برزة ان النبی صلی الله علیه سلم قال الائمة من قریش ماحكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا *

আবু বরজা (র) হইতে বর্ণিত আছে, (হাদিছ) হজরত (দঃ) বলিয়াহেন যে, এমামগণ কোরেশ বংশীয় হইবে। তাহারা সুবিচার করিবেন ওয়াধা পূর্ণ করিবে, এবং তাহাদের নিকট অনুগ্রহ চাহিলে অনুগ্রহ করিতে উক্ত অধ্যায় ইহাও আছে।

عن سفینة قال سمعت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الخلافة ثاثون عاما ثم یكون بعد ذلك الملك *

ছুফীয়না (র) বলিয়াছেন যে আমি হজরত (দঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, হজরত (দঃ) বলিয়াছেন যে খোলাফাৎ বড় এমামতি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে, তৎপর বাদশাহাত হইবে"। (হাদিছ—

আকায়েদে নছবী কেতাবের খোলাফতের বয়ানে আছে বড় এমাম অর্থাৎ খলিফা কোরাইশী বংশীয় হইবে, (অন্য বংশের হইলে শুদ্ধ হইবেনা।

প্রিয় পাঠক! (১) জানাব মৌলবী ছাহেব দোররল মোক্তার কেতাব হইতে জুমার নামাজের জন্য মুছলমান বাদশা হওয়া সর্ত্ত প্রমান করিবার জন্য উল্লিখিত এবারত তোহফল আখইয়ারের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ঐ এবারত জুমার বয়ানের নহে, বরং জুমার অধ্যায়ের ১৭৪ পৃষ্ঠার পূর্ব্বের এমামতের বয়ানের।

(২) যে এবারত লিখিয়াছেন, তাহাও অসম্পূর্ণ যেহেতু ঐ এবারতের আগের এবারত লিখেন নাই, শেষ অংশও "কোরাইশিয়ান" শব্দটি লিখেন নাই, যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে!

(৩) ঐ বড় এমামের অর্থ বাদশা লিখিয়া সাধারণকে জানাইলেন যে মোছলমান বাদশা জুমার নামাজের জন্য সর্ত্ত, উল্লিখিত সম্পূর্ণ এবারতের উর্দ্দু তরজমা করা

আলেম মাত্রই বুঝিয়া থাকেন যে, উহা বড় এমামত অর্থাৎ খলিফা, এই খলিফার জামানা হজরত (দঃ) মের পর ৩০ বৎসর থাকিবে, পরে বাশাহাত আসিবে, উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তারিখোল খোলাফা কেতাব দ্রষ্টব্য।

(৪) বড় এমাম কোরেশী বংশের হইবে, বাদশা সম্বন্ধে ঐরূপ কোন সর্ত্ত নাই, আকায়েদে নছবী কেতাবের এবারত দ্রষ্টব্য, এই আকায়েদের কেতাব জামাতে উলা, ও ছুওমে পড়িয়া থাকেন, জানাব গ্রন্থকার মৌলবী ছাহেব কি ঐ কেতাব দেখেন নাই। অবশ্যই দেখিয়াছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে যদি, উল্লিখিত বিবরণ জানা সত্ত্বে, তাহার তোহফল আখইয়ার কেতাবে নিজ মতলব উদ্ধার মানসে ঐরূপ অর্থ করিয়া ও এবারতের আংশিক লিখিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া থাকেন, তাহা আলেমের জন্য কতদূর উচিত কার্য্য হইয়াছে, তাহা পাঠক বৃন্দ বিবেচনা করুন! যদি তিনি অজ্ঞাত ভাবে ঐরূপ লিখিয়া থাকেন তবে তিনি কেতাব দেখিয়া নিজে অবগত হউন ও সাধারণকেও অবগত করাইয়া মহত্তের পরিচয় প্রদান করুন!

(৫) বাদশা মোছলমান হওয়া জুমা আদায়ের জন্য কোন সর্ত্ত নহে। যদি সর্ত্ত হইত, তবে শামি, আলম গিরি, তাহাতাবী (জাহেরে রাওয়ায়েতের প্রসিদ্ধ মবছুত)

জামেল ফছুলীন বজ্জাজিয়া, হাসিয়ায়েতাহাতাবী, গায়া তোল আওতার, জামেওরমুজ, আরকানে আরবা প্রভৃতি কেতাবে, লিখিতেন না যে, বেদীন বাদশার অধীন মোছলমানেরা খতিব নির্ব্বাচন করিয়া, জুমার নামাজ পড়িবে। তাহাতাবী ও ওমাতরেয়ায়া কেতাবে আছে "আমির কাজীর হদকেছাছ ও মুসলমান বাদশা অভাব স্থানে যাহারা জুমার নামাজ পড়িতে নিষেধ করে, তাহারা গোমরাহ। যাহা হউক গ্রন্থকার মৌলবী ছাহেবের প্রমানিত দলিল যদি সত্যই বলেন, তবে বর্ত্তমানেও মক্কাশরীফও মদিনশরাফে কোরাইশী বংশীয় বাদশা নাই। এমত স্থলে জানাবের মতে মক্কাও মদিনা শরীফেও জুমার নামাজ হইবেনা, অতএব গ্রন্থকার ছাহেবের ঐরূপ উক্ত অমুলক।

ইহা ছাড়া গ্রন্থকার ছাহেবের প্রমানিত দোররল মোখতার কেতাবে যে, বাদশা বিহীন স্থানে জুমার নামাজ পড়িবার বিষয় লিখিয়াছেন, ইহা কি তিনি দেখেন নাই। দোররলমোখতার কেতাবের জুমার অধ্যায় নিম্নরূপ লিখিত আছে—যথা—

"نصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر اما مع عدمهم فيجوز للضرورة" *

এই এবারতে অর্থ গায়াতোল আওতার কেতাবে নিম্নরূপ লিখিত আছে। যথা—

اور مقرر کرنا عوام خطیب کو اشخاص مذکورین کے ہوتے ہوئی معتبر نہین یعنی بدون اذن قاضی یا سلطان یا میت کے نائب کے اگر رعیت کسیکو خطیب کرایگی تو اسکا اعتبار نہوگا - اور انکے نہونیکے صورت مین مقرر کرنا درست ہوگا بسبب ضرورت کے *

অনুবাদঃ—উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তামান থাকা সত্ত্বে সাধারণে খতিব নির্ব্বাচন করিলে গ্রাহ্য হইবেক না, অর্থাৎ কাজী অথবা বাদশা কিম্বা মৃত ব্যক্তির দাফন কারী অলির (খলিফার) অনুমতি ব্যতীত সর্ব্ব সাধারণে খতিব নির্ব্বাচন করিলে তাহা গ্রাহ্যনীয় নহে কিন্তু; উহাদের না থাকা অবস্থায়, অবশ্যক বিধায় সর্ব্ব সাধারণে খতিব নির্ব্বাচন করিয়া লইলে, জায়েজ হইবে। পাঠক বিচার করুণ। এইরূপ পরিষ্কার কথা গ্রন্থকার ছাহেব নিজ কেতাবে না লিখিবার কারণ কি ?

২নং আলোচনা

জুমার নামাজ বড় এমাম বিহীন স্থানে পড়িতে হইবে কিনা তোহফল আখইয়ার কেতাবের ১০ পৃষ্ঠায় শামি কেতাবের এমামতির বয়ান হইতে নিম্ন এবারত লিখিয়া নিম্ন অর্থ লিখিয়াছেন।

এবারত

يتبعونه فی صلوة فقط او فيها وفی اوامره والاول

ذو الامامة الصغرى والثانی ذو الامامة الكبرى *

অনুবাদঃ—লোক মাত্র নামাজে যাহার তাবেদারী করে তাহাকে ছোট এমাম বলে। আর নামাজ ও সম্পূর্ণ আদেশ ও নিষেধ যাহার তাবেদারী করে তাহাকে বড় এমাম বলে অর্থাৎ নামাজের এমামকে ছোট এমাম ও বাদশাহকে বড় এমাম বলে। জুমার নামাজের জন্য বড় এমাম অর্থাৎ বাদশা সর্ত্ত। পাঠক! স্মরণ রাখিবেন ; গ্রন্থকার ছাহেব বড় এমামের অর্থ—বাদশা লিখিলেন কেন ? ঐ প্রমানিত এবারতের কোথাও এরূপ কথা নাই। ঐ বড় এমাম জুমার জন্য সর্ত্ত এমত অসত্যকথা কেন লিখিলেন ? এবং গ্রন্থকার ছাহেব, শামি কেতাবের জুমার বয়ানের নিম্ন এবারত সমূহ নিজ কেতাবে না লিখিবার উদ্দেশ্য কি ?

لو مات الوالی او لم يحضر لفتنة ولم يوجد احد ممن

له حق اقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيب للضرورة

(كما سياتی) مع انه لا امير ولا قاضی ثمة اصلا *

অনুবাদ ঃ—যদি অলি মরিয়া যান অথবা কোন ফেতনার জন্য উপস্থিত হইতে না পারে এবং যাহাদের জুমা কায়েম করার ক্ষমতা আছে তাহাদের কেহ না থাকে এমতাবস্থায়ও জরুরাতের জন্য সর্ব্ব সাধারণে খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে।

এইরূপ যে স্থানে আমির (বাদশা) কাজী মাত্রেই নাই, তথা বাসিরাও ঐরূপ খতিব নির্ব্বাচন করিয়া নামাজ পড়িবে। উক্ত এবারতের পরক্ষণেই।

শামি কেতাবে ইহাও লিখিত আছে—

بهذا ظهر جهل من يقول لاتصح الجمعة فى ايام الفتنة *

অনুবাদ ঃ—যাহারা বলে ফেৎনার জামানায় জুমার নামাজ পড়া শুদ্ধ নহে তাহাদের মূর্খতাও উক্ত এবারত দ্বারা প্রকাশ পায়।

এই এবারতের পরেই শামি কেতাবে ইহাও আছে।

مع انها تصح فى البلاد التى استولى عليها الكفارة *

অনুবাদ ঃ—যে স্থান কাফেরের অধিকৃত তথাও জুমার নামাজ পড়া শুদ্ধ হইবে।

পাঠক ! গ্রন্থকার মৌলবী ছাহেব, জুমার অধ্যায়ের উল্লিখিত এবারত সমূহ না লিখিয়া এই অধ্যায়ের ১৭৪ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে এমামতের বয়ানের এবারত লিখিয়া মতলবী অর্থ করিলেন কেন ? ঐ এবারতের কোন শব্দের

অর্থ—জুমার জন্য মুছলমান বাদশা হওয়া সর্ত্ত পাইলেন তিনি স্বীয় তোহফল আখইয়ার কেতাবের ৭ পৃষ্ঠায় যে লিখিয়াছেন।

স্বার্থ আসিলে গুণ লুকায় নিশ্চয়।
নয়ন উপরে শত আবরণ হয়॥

এক্ষেত্রে আমরা জানাবের এই শ্লোকটী ব্যবহার করিতে পারি কিনা ?

৩নং আলোচনা

বাদশা বা তাহার নায়েব হইয়া জুমা কায়েম করিবেন।

তোহফতল আথইয়ার কেতাবের ১৫পৃষ্ঠায় জামেওররমুজ কেতাবের নিম্ন এবারত লিখিয়া নিম্নরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

" ثم نائبه لان اقامة الجمعة حق الخليفة الا انه
لم يقدر على ذلك فى كل الامصار فيقيم غيره نيابة *

অনুবাদ ঃ—বাদশার পর তাহার নায়েব এমামতি করিবে। কেননা জুমা কায়েম করা বাদশার হক, কিন্তু বাদশা প্রত্যেক সহরে জুমা কায়েম করিতে অক্ষম বলিয়া বাদশার নায়েব হইয়া অন্য ব্যক্তি জুমা কায়েম করিবে।

পাঠক! গ্রন্থকার মৌলবী ছাহেবের প্রমানিত জামেওররমুজ কেতাবের এবারতের দুই ছত্র উপরে আছে।

والاطلاق مشعر بان الاسلام ليس بشرط وهذا اذا
اذا امكن استيذانه والا فالسلطان ليس بشرط فلو اجتمعوا
على رجل وصلوا جاز *

অনুবাদ ঃ—জুমার জন্য মোছলমান বাদশা হওয়া সর্ত্ত নহে। ইহাও যখন মুছলমান বাদশার নিকট হইতে হুকুম আনা যায় তখন বাদশার সর্ত্ত, না হইলে বাদশা হওয়া সর্ত্তই নহে। বরং সকলে মিলিয়া একজন খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে।

প্রিয় পাঠক ! গ্রন্থকার মৌলবী ছাহেব যে এবারত দ্বারা জুমার বিপক্ষতা অবলম্বন করিলেন, উহার দুই ছত্র উপরের এবারত প্রতি দৃষ্টি পাত না করার কারণ কি ? পাঠক চিন্তা করুণ !

বর্ত্তমানে সেরূপ পুর্ব্ব জামানা নাই। এখন খোদার ফজলে ঘরে ঘরে আলেম, মৌলবী, মাওলানা হইয়াছে "কেতাবের সহিত মিলাইয়াই থাকেন। অতএব কেতাবের এবারতে মতলবী করিতে গিয়া কিরূপ হইলেন !

৪। আলোচনা

তোহফল আখইয়ার কেতাবের ১৫পৃষ্ঠায় যে কবিরী কেতাবের এবারত=

شرط الثانى كون الامام فيها السلطان *

অনুবাদ ঃ—দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে বাদশা জুমার নামাজে এমাম হইবে গ্রন্থকার ছাহেব আপনার প্রমানিত কবিরী কেতাবের এবারতের কিছু নিম্নে যে আমির কাজী অভাব স্থানে খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমা পড়ার আদেশ আছে ও ঐ কবিরী কেতাবের ঐ এবারতের ১৩।১৪ ছত্র নিম্নের এবারত তাহা লিখিলেননা কেন ?

فان لم يكن احد من هؤلاء فاجتمع الناس على واحد فصلى بهم جاز ومع وجود احد هم لا تجوز الا باذنه للضر ورة هناك لا هنا *

অনুবাদ ঃ—বাদশা ও আমির কাজী না থাকা অবস্থায় সাধারণে একজন খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে, জায়েজ হইবে। উহাদের উপস্থিত থাকা কালিন তাহাদের বিনা হুকুমে জায়েজ হইবেনা।

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থকার মৌলবী ছাহেব! কবিরী কেতাবের কেবল মাত্র জুমার বয়ানের ঐ পর্য্যন্তই কি দেখিলেন? ১৩।১৪ ছত্র নিম্নে যে "বাদশা অভাব স্থানে সাধারণে খতিব নির্ব্বচন করিয়া, জুমার নামাজ পড়িবে" লিখিত আছে, তাহা প্রকাশ না করার কারণ হয় তিনি ঐ এবারত দেখেন নাই, না হয়, দেখা সত্বে নিজের মতলব উদ্ধার মানসে ঐরূপ লিখিয়াছেন। আলেম হইয়া কেতাবের হকমছলা প্রকাশ ও প্রচার না করা যে কতদূর অন্যায় কার্য্য, তাহার বিচার সাপেক্ষ।

৫নং আলোচনা

জনাব! গ্রন্থকার ছাহেব "তোহফলআখইয়ার" কেতাবের ৩৫পৃষ্ঠায় আরকানে আরবা কেতাবের এবারত লিখিয়া অর্থ করিয়াছেন।

جرى التوارث من لدن رسول الله صلعم الى هذا الان ان لا يصلى الجمعة الا اهل البلاد دون القرى الصغيرة *

অনুবাদ :—রছুল (দঃ) সময় হইতে অদ্যবধি এই বিধি চলিয়া আসিতেছে যে শহর বাসীগণ ব্যতীত কেহ জুমা পড়িবে না। বলিহারি যাহারা রছুলের এই বিধির বিরুদ্ধ করিয়া গ্রামে গ্রামে জুমা পড়িতেছে ও পড়াইতেছে তাহারা দয়ালু রছুলের কি ভাবের উম্মত তাহা তাহারাই জানেন।

গ্রন্থকার ছাহেবের প্রমানিত আরকানে আরবা কেতাবের ঐ এবারত কেতাবের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, যেহেতু আরকানে আরবা কেতাবের আছল এবারত এই যে।

جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الان ان لا يصلى الجمعة اهل البدو والقرى الصغيرة *

অনুবাদ ঃ—রছুল (দঃ) হইতে অদ্যাবদি এই বিধি চলিয়া আসিতেছে যে জঙ্গল বাসী বদু ও ছোট গ্রাম বাসী জুমা পড়িতে ছেনা।

পাঠক ! গ্রন্থকার ছাহেব আলেম হইয়া কেতাবের এবারত মধ্যে কিরূপ ' শব্দ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া অর্থ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রমাণ করিতেছি !

(১) এবারতের মধ্যে আল্‌জুমা শব্দের পর

(২) ইল্লা শব্দ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বদ্‌ব শব্দ উঠাইয়া দিয়া তদস্থলে

আলবালাদ্ শব্দ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তদপর তুনা শব্দ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

অনুবাদ—মধ্যে জঙ্গলবাসী ও ছোট গ্রামবাসী (বদু) জুমা পড়িতেছেনা" স্থলে, সহরবাসীগণ ব্যতীত কেহ জুমা পড়িবেনা" লিখিয়া দিয়াছেন।

পাঠক ! বিচার করিয়া দেখুন ; জনাব গ্রন্থকার ছাহেব আলেম হইয়া কেতাবের এবারত পরিবর্ত্তন ও তাহার অর্থ মনগড়া করিতে কিরূপে সাহস পাইলেন ! তিনি যে স্বইচ্ছায় এইরূপ এবারত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অবশ্য তিনিই জানেন, ইহা সত্ত্বে, তিনি আপছুছ সহকারে লিখিলেন, রছুলের এই বিধির যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা রছুলের কি ভাবের উম্মত।

পাঠক ! গ্রন্থকার মৌলবী ছাহেবের মনে এক মুখে অন্য কিনা ? তিনি নিজে কেতাবের এবারত পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের মতলব মত অর্থ করতঃ তাহাই হজরত রছুলের (দঃ) এর বিধান বলিয়া সকলের নিকট নিজকে মহৎ ও সত্যবাদী প্রকাশক পরিচয় দিলেন। এইরূপ অসত্য মতে সত্যের নিশান দেওয়ার চেয়ে আলেমের পক্ষে বড় অপরাধ কি থাকে জানিনা। যে বিধান রছুলের নহে তাহা রছুলের বিধান বলিয়া প্রকাশ করিলে ? মেস্কাত শরীফের নিম্ন হাদিছ মতে দায়ী হইবেন কিনা ?

"من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار *

অনুবাদ :—হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি কেহ আমার উপর মিথ্যা বলে অর্থাৎ যে কথা আমি বলি নাই তাহা যদি আমার হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করে, তবে তাহার ঠিকানা জাহান্নাম করিয়া লইল।

গ্রন্থকার ছাহেব ! আল্লাহ্‌তালার আদেশীত জুমার নামাজ এদেশ হইতে বিদায় দিবার জন্য এরূপ করিতেছেন কেন ? এ যাবৎ আপনাদের আপত্তি ও দাবী কতকটা নেক্‌ ও সৎ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়া ছিলাম, বর্ত্তমানে আপনাদের প্রণীত কেতাব সমুহ দর্শনে কাহার প্রাণে দুঃখ ও বিরক্তি ভাবের উদ্রেক না হয়।

বোরহানোচ্ছালেহীন

লে

হেদায়েতেল মোফছেদিন।

এই কেতাবখানা ত্রিপুরাধীন দশ আনী নিবাসী নাজেমদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক প্রণীত ও আঞ্জামনে রশিদুল এছলামের পক্ষ হইতে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ কেতাব পাঠ করিয়া উহার মধ্যে গ্রন্থকার ছাহেবের রচনা ও উক্তি দেখিলে বোধ হয়, শিক্ষিত মাত্রের প্রাণে একটা বিতশ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক না হইয়া পারে না। যে প্রকার অপ্রাসঙ্গিক কেচ্ছা কাহিনী লিখিয়াছেন। তাহার প্রায় প্রত্যেক কেচ্ছার মধ্যে গ্রন্থকারের আকিদা, উদ্দেশ্য ও নিজের স্বভাবগত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক আমরা বাজে বিষয় বাদ দিয়া কেতাবের এবারত সম্বন্ধে যে মতলবী এবারত আনিয়া মনগড়া অর্থ করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়াছেন, তাহার সামান্য কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিব মাত্র।

১নং আলোচনা

বোরহানেচ্ছালেহীন কেতাবের ৩৯।৪০ পৃষ্ঠায় নিম্ন এবারত লিখিয়া অর্থ করিয়া, পুথির ভাষায় লিখিয়াছেন।

بشرط ان تكون الامام من اهل الولاية المطلقة الكاملة اى مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا اذ ما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا الخ *

অনুবাদ ঃ—পয়ার ! সর্ত্ত করা হইয়াছে এমত প্রকার, তাহার বয়ান শুন যত দিনদার। এমাম বেলয়াতে মতলক যে কামেল, তাহার তারিফ শুন লাগাইয়া-দেল। মোছলমান দিনদার হইবে সেই জন, কাফের উপরে নাহি বাদশাহি কখন। ইত্যাদি—

গ্রন্থকার ছাহেব ! এমাম নির্ব্বাচন অধ্যায় হইতে এবারত আনিয়া, জুমার নামাজের এমাম বা খতিব অর্থ করিয়া সাধারণকে মনগড়া মানি মতলব পুথির ভাষায় লিখিয়া বুঝাইলেন যে, জুমার নামাজ মুছলমান বাদসা না থাকিলে জায়েজ হইবে না। তিনি এইরূপ কৌশল করিয়া কি মনে করিলেন, জনাবের ধারণা যদি ইহাই হইয়া থাকে যে, তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই সকলে মানিয়া লইবে, তাহা হইলে জনাবের খেয়ালের উপর

ধন্যবাদ না দিয়া পারা যায় না। যে হেতু বর্ত্তমান সময়, প্রায় স্থানে আলেম আছেন, শামী আলমগিরি কেতাব ও অন্যান্য বহু কেতাব প্রায় আলেম ছাহেবের নিকট মজুদ আছে। গ্রন্থকার ছাহেব যে, এমাম কামেলের অর্থ বাদশা লিখিলেন, উহা হয় গ্রন্থকারের ভুল, না হয় কপটতা, যেহেতু আকায়েদের কেতাবে পরিষ্কার আছে "এমামত জামানা হজরত (দঃ) মেরপর ত্রিশ বৎসর থাকিবে, তৎপর বাদ্শাহাত জামানা আসিবে, ইহার খোলাছা পূর্ব্বে লিখা হইয়াছে এখানেও কিঞ্চিৎ লিখিলাম এতদ্ব্যতীত তারিখোল খোলাফা কেতাবে আছে এমামে কামেল অর্থাৎ খলিফা, কোরাইশী হইবে। জামেওররমুজ, কেতাবের জুমার অধ্যায় আছে "বাদশা মোছলমান হওয়া জুমার নামাজের জন্য সর্ত্ত নহে। আলমগিরী, শামি, আরকানে আরবী, তাহাতাবী প্রভৃতি কেতাবে আছে কাফেরের মুলুকেও সাধারণে খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে। ইত্যাদি, ইহার বিস্তৃত বিবরণ অত্র এজহারুল হক কেতাবে ইতি পূর্ব্বে কেতাবের এবারত সহ প্রকাশ করা হইয়াছে, জনাব গ্রন্থকার ছাহেব। এমাম বা খলিফার এবারত অবলম্বনে নামাজের কাজি বা খতিব অর্থ করিয়া, নিজের উদ্দেশ্য উদ্ধার

করার প্রচেষ্টা দ্বারা—সাধারণের নিকট জীবনের তরে বিশ্বাস হারাইলেন, ও যাহারা আপনার বোরহানে চ্ছালেহীন কেতাব খানা সমর্থন করিয়াছেন, তাহাদিগকেও যে আপনার ন্যায় মনে করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। আপনারা জুমার নামাজের প্রতি এইরূপ ভাব পোষণ করেন কেন? দুনিয়ার হক্কানী মহাক্কেক বিদ্বান, আলেম, পীর, মোর্শেদ, প্রায় সকলেই বর্ত্তমানে নাছারার রাজ্যে অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে জুমার নামাজ পড়িয়া আসিতেছেন, আর আপনারা জুমার নামাজ পড়েন না। বরং কেতাব লিখিয়া তাহার মধ্যে বড় বড় কেতাবের মানি মতলবের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া নিজেদের পদে নিজেরা কুঠারাঘাত করিয়া আসিতেছেন, ইহা সাধারণে সহজে বুঝিবেনা, কিন্তু আলেম মাত্রেই, আপনাদের রচিত কেতাব—আসল কেতাবের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। হক্ জারি হইবে, না হক বিলুপ্ত হইবে, একথা চিরকাল সত্য।

—

২নং আলোচনা

বোরহানেচ্ছালেহীনের ৪৬ পৃষ্ঠায় কোরানশরীফের আয়াত লিখিয়া নিম্ন অর্থ করিয়াছেন।

يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة كل يوم الجمعة فاسعوا الخ *

অর্থ—পয়ার ! ছুরা জুমা-বিচে আল্লা যেমত ফরমায়, তাহার তর্জ্জমা হেথা লিখি বাঙ্গালায়, অহে দিনদারগণ রোজ জুমা বারে, নামাজের জন্য আজান ফোকারে। এইরূপ পয়ার ছন্দে ১৯ হা শব্দ অবলম্বনে, বাদশা শর্ত্ত ফরজ করিয়াছেন। فاسعو ফাছাও শব্দ দ্বারা গলি সড়ক প্রমাণ করিয়াছেন, وزرالبيع আজারেল বায়ে শব্দ অবলম্বনে জামে মেছের অর্থাৎ সহর সর্ত্ত ফরজ প্রমাণ করিয়াছেন। পাঠক ! ঐ রূপ ঐ আয়াতের মানি, কোন তফছিরেও ফেকায় নাই, উহা গ্রন্থকারের মতলবী বৈ কিছুই নহে।

পাঠক ! ইতি পূর্ব্বেই এজ্‌হারুলহক্ কেতাবের পৃষ্ঠায় ঐ আয়াতের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, মেহেরবানীপূর্ব্বক উহা পাঠ করিলে ; গ্রন্থকার ছাহেবের মতলব বুঝিতে পারিবেন। তিনি যেরূপ কোরাণ শরীফের উল্লিখিত আয়াতের অর্থ লিখিয়াছেন, উহা কোন হাদিছ, তফছির, ফেকা ও জাহের ও নাওয়াদের রেওয়ায়েতে পাইলেন, তাহা লিখিলেন না কেন ? যদি

কোন তফছির বা কেতাবে না পাইয়া, নিজের মতলব উদ্ধার মানসে, কোরান শরীফের আয়াতের মানি মতলব মতে করিয়া থাকেন, তবে মেশ্‌কাত শরীফের নিম্ন হাদিছ মতাবেক দায়ী হইবেন কিনা ?

من قال فى القران برايه فليتبوا مقعده من النار •

অনুবাদ :—হজরত বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোরাণ শরীফের মানি মতলব নিজের জ্ঞান মতে করিবে, সে যেন তাহার ঠিকানা জাহান্নাম নির্দ্ধারণ করিয়া লইল।

সমাপ্ত

ফুরফুরা ও বরিশাল জেলার পীর ছাহেব দ্বয়ের

আদেশে ও যত্নে মুদ্রিত

শর্ষিণা নেছারিয়া কুতুবখানার কেতাব

(১) তরিকোল ইছলাম ১ম খণ্ড ।৶০
(২) তরিকোল ইছলাম ২।৩ খণ্ড ॥৶০
(৩) তরিকোল ইছলাম ৪র্থ খণ্ড ৷/০
(৪) তরিকোল ইছলাম ৫ম খণ্ড ।০
(৫) তরিকোল ইছলাম ৬ষ্ঠ খণ্ড ॥৶০
(৬) তরিকোল ইছলাম ৭ম খণ্ড ।/০
(৭) তরিকোল ইছলাম ৮ম খণ্ড ।৶০
(৮) তরিকোল ইছলাম ৯ম খণ্ড ।/০
(৯) তরিকোল ইছলাম ১০ম খণ্ড ৵০
(১০) তরিকোল ইছলাম ১১শ খণ্ড ।/০
(১১) জুমার দ্বিধা ভঞ্জন ৶০
(১২) মিলন যুগ নীতি রহস্য ৵০
(১৩) মোসলেম মালা /১০
(১৪) নছব নামা ও সেজরা ।০
(১৫) কওলোচ্ছাদিদ্ (উর্দ্দু) ।০
(১৬) মোছলেম রত্নহার ৶০
(১৭) সমাজ উন্নতি ৵১০
(১৮) নূরল হেদায়েত ৶১০
(১৯) বালক-নূর বা বাল্যশিক্ষা /১০
(২০) হুক্কা বিনাশ /৫
(২১) ভারতের প্রতি আক্ষেপ ৶০
(২২) বালিকা-নূর /১০
(২৩) ধারাপাত পদ্ধতি /১০
(২৪) নামাজ শিক্ষা ৵০
(২৫) কুরীতি বর্জ্জন ৶০
(২৬) স্বভাব দর্পণ ৶০
(২৭) তওবা
(২৮) তাহ্কিকে বর্জ্জখ
(২৯) মাওলানার উক্তি খণ্ডন
(৩০) মক্তব নূর (২য় শ্রেণীর পাঠ্য)
(৩১) রদ্দে বদগুমান
(৩২) জুমার আরবী ও উর্দ্দু ফতোয়া
(৩৩) মাছায়েলে আরবা
(৩৪) গঞ্জে হক মাল মোখ্তাছার
(৩৫) একাচারের পন্থা বা ব্রাহ্মনের নিকট প্রশ্ন
(৩৬) মানব-বাগান বা বিবাহের গুপ্ত কথা
(৩৭) অছিয়ৎ নামা
(৩৮) পীর মুরিদী
(৩৯) ওয়াজে ইছলাম
(৪০) ফতোয়ায়ে ছিদ্দিকিয়া ১ম
(৪১) সংক্ষিপ্ত অজিফা
(৪২) সুদ সমস্যা
(৪৩) জুমার নামাজ পড়িলাম কেন?
(৪৪) ছেলেদের নূর-নবী
(৪৫) ফতোয়ায়ে ছিদ্দিকিয়া ২য় খণ্ড
(৪৬) আল্-জুমুয়া
(৪৭) আখেরাতে সম্বল
(৪৮) এজ্হারুল্-হক্ বা জুমার লিখিত বাহাছ
হজরতের ভবিষ্যৎ বাণী
(৪৯) জুমার সংক্ষিপ্ত দলিল

কেতাব পাইবার ঠিকানা :—

মোহাম্মদ এমদাদ্ আলী

শর্ষিণা মোছলেম ষ্টোর—পোঃ শর্ষিণা, জিঃ বরিশাল।